পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 347 Wednesday, 20 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৪৭ সংখ্যা ❋ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বুধবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত সাময়িক বরখাস্ত ৫ ছাত্রকে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে 'থ্রেট কালচারের' অভিযোগ। আদালতের দ্বারস্থ সাসপেন্ড হওয়া পাঁচ ছাত্র। পাঁচ ছাত্রকে ক্লাস করার এবং পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে ক্লাসে যোগ আর পরীক্ষায় বসা ছাড়া আর কোনও কাজের জন্য কলেজে যাবেন না পাঁচ ছাত্র। সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার শুনানির সময়ে সাসপেন্ডেড ছাত্ররা আদালতে সওয়াল করেন, কোনও নিয়ম না মেনে ৬ মাসের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করেছে কলেজ। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মতামত না নিয়েই

সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি। তাঁরা বলেন, ''আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।'' সাসপেন্ডের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করারও আবেদন করেন তাঁরা। পাল্টা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কলেজের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। সে সময়ে কর্তৃপক্ষের তরফে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর ঘেরাও ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ''আমরা চাপের মুখে তক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তা না হলে আমরা যদি হাসপাতাল বন্ধ করে দিতাম তাহলে রোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। আর কোনও বিকল্প না থাকায় আমরা বিক্ষোভকারীদের দাবি অনুযায়ী পদক্ষেপ করি।'' আদালতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এটাও জানায়, ''অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা অভিযোগের গুরুত্ব খতিয়ে দেখি। তারপর অনুসন্ধান কমিটি করতে হয়। সাসপেন্ড হওয়া ছাত্রদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।'' তখন রাজ্যের তরফে বলা হয়, কলেজে কর্তৃপক্ষকে বেলাগাম গতিতে কাজ করতে হয়েছে। ৫ সপ্তাহ পরে ফের শুনানি।

দুর্ঘটনা ঘটলেই খুনের ধারা!

সরকারের নয়া পরিবহণ নীতি বদলের দাবি বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ বাসের রেষারেষি বন্ধে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা আদর্শ আচরণবিধি আনতে চলেছে রাজ্য। ইতিমধ্যে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালালে খুনের মামলা করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি, নিয়ম না মানলে বাসচালকদের কমিশন বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলেছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সরকারের এহেন কড়া অবস্থান নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত বাস মালিকদের সংগঠনগুলি। তাঁদের বক্তব্য, কিছু বেপরোয়া চালকদের জন্য বাকিদেরও কঠিন শাস্তির মধ্যে ফেলা ঠিক নয়। তাঁদের মতে, ''একাংশ চালক রেষারেষি করে ঠিকই, কিন্তু চালকের ভুলেই যে সব সময় দুর্ঘটনা ঘটে তা কিন্তু নয়। বহুক্ষেত্রে দুর্ঘটনার নেপথ্যে থাকে পথচারী বা অন্য গাড়ির ত্রুটিও।'' সম্প্রতি সল্টলেকে বাসের রেষারেষিতে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৈঠক ডেকে বাসের রেষারেষি বন্ধে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানান পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সিটি সুবারবান বাস সার্ভিসেসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, ''দুর্ঘটনা হলেই চালকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজুর যে কথা বলা হয়েছে, সেটা বিবেচনার আর্জি জানানো হবে।'' তাঁর ব্যাখ্যা, ''এমনিতেই বাস চালাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে চালকদের লাইসেন্স ৬ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয় এই নিয়ম আগে থেকেই রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট চালকের পরিবারের ভারও মালিকের ওপর এসে পড়ে। তারপরও নতুন করে শাস্তির ব্যবস্থা করলে আমাদের অবস্থা আরও করুণ হবে।'' খুনের মামলা রুজুর পরিবর্তে সরকার এ ব্যাপারে চালকদের সচেতনতায় প্রতি মাসে একটি করে শিবির করুক বলে দাবি বাস সংগঠনের। ওয়েস্টবেঙ্গল বাস অ্যান্ড মিনি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসু বলেন, ''সরকার যেভাবে খুনের ধারা রুজু করার কথা বলছে, তাতে তো ভয়ে কেউ বাস চালাতে চাইবে না। কারণ, সবসময় যে চালকদের দোষ থাকে তা কিন্তু নয়।'' তবে এ ব্যাপারে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

কলকাতাও পিছিয়ে নেই! দূষণ রোধে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির পরামর্শ কেন্দ্রের, চিঠি সব রাজ্যকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ দিল্লির মাত্রাছাড়া দূষণ ইতিমধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। তবে দূষণের নিরিখে কলকাতার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। কেন্দ্রের তরফে চিঠি পাঠিয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হল। এ ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ-সহ প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দূষণ রোধে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির পরামর্শও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র থেকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তবের তরফে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে চিঠিতে লেখা হয়েছে, উত্তরোত্তর বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা আগের তুলনায় অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে শ্বাসযন্ত্রের পাশাপাশি কার্ডিয়োভাস্কুলার এবং সেরিব্রোয়ার ভাস্কুলার সিস্টেমেও বড়সড় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যকে নিজেদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার পারমর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। যাতে দূষণের ফলে যে ধরনের শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে তার মোকাবিলা করা যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির পরামর্শও দিয়েছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, দূষণ নিয়ে আগেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল রাজ্য। কেন্দ্রের চিঠির পর আবার এ ব্যাপারে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মন্দারমণির কোনও হোটেলে বুলডোজার চলবে না

জানাল নবান্ন, জেলা প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ নভেম্বরের মধ্যে মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশসান। ইতিমধ্যে ৩০টি হোটেলকে চিহ্নিতও করেছে তারা। বিষয়টি জানতে পেরে যারপরনাই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রের খবর, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা প্রশাসনের এহেন নির্দেশ শোনার পর স্তম্ভিত হয়ে যান। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন একতরফাভাবে কী করে এত বড় সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের নির্দেশও দিয়েছেন। দিঘার তুলনায় মন্দারমণি অনেকটাই নিরিবিলি। ফলে ছুটি পেলেই অনেকের গন্তব্য থাকে মন্দারমণি। বছরভরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। সেই সূত্রে মন্দারমণিতে হোটেল সংখ্যাও

নেহাত কম নয়। সম্প্রতি ১৪০টি বেআইনি হোটেল ভেঙে ফেলার নোটিস জারি করে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের এহেন সিদ্ধান্তের ফলে বিপাকে পড়েন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। হোটেল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন হোটেল ব্যবসার সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের রুজি রোজগার জড়িয়ে আছে। এখন এগুলি ভেঙে দিলে তাঁদের ভবিষ্যত অথৈ জলে পড়বে। মন্দারমণি হোটেল ইয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির মমরেজ আলি জানিয়েছেন সরকার পক্ষের কাছে আবেদন থাকবে এত লক্ষ লক্ষ মানুষের রোজগার তারা হারাবে পুনর্বিবেচনা করে দেখা হোক। সূত্রের খবর, বিষয়টি জানার পরই এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। প্রতিটি হোটেলে গড়ে ১০ জন করে কাজ করলে ১৪০টি হোটেলের সঙ্গে ১৪০০ পরিবার জড়িয়ে রয়েছে। এভাবে রাতারাতি সকলকে পথে বসানোর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। মুখ্য সচিবের সঙ্গে আলোচনা না করেই জেলা প্রশাসন কীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল তাও জানতে চান। একই সঙ্গে অবিলম্বে হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশ শোনার পর স্বস্তির শ্বাস মন্দারমণির হোটেল ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের মধ্যে।

খোঁজ মিলল সেই স্কুটির, কসবা কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ কসবার গুলি কাণ্ডে, সেই চর্চিত স্কুটির খোঁজ মিলল। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১.৪ কিলোমিটার দূরে উদ্ধার হল স্কুটি। পুলিশের অনুমান আগে থেকে লোকেশন রেইকি করে রেখেছিল স্কুটি চালক। কারণ সিসি ক্যামেরা ছাড়া এলাকা ও নির্জন এলাকা বাছাই করা সম্ভব হত না দ্রুত। তাই এলাকা বাছাই করা ছিল আগে থেকেই। স্কুটারে নম্বর খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারে আদতে ওই নম্বর ব্যবহৃত স্কুটারের নয়। হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত স্কুটারের নম্বর আগে থেকে পাল্টে অন্য একটি স্কুটারের নম্বর লাগিয়ে দেয় গুলজার। তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, গুলজার ওই স্কুটারটি বেশ কিছু দিন আগে এক ব্যক্তির থেকে কিনেছিল। যার কাছ থেকে স্কুটার কিনেছিল, তাঁকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারীরা। কবে বিক্রি করেছিলেন, কত টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিলেন, নম্বর আগেই চেঞ্জ করা হয়েছিল কিনা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই স্কুটির সূত্র ধরেই অপরাধীর কাছে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

২৫ হাজার ভুয়ো ভোটার কার্ড পেল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটি বড়সড় গোলমাল ফাঁস হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্র থেকে ২৫ হাজারেরও বেশি ভোটার কার্ডে একই আইডেন্টিফিকেশন নম্বর থাকার ঘটনা আবিষ্কার করেছে। এই খবরে নতুন করে বিরোধীরা রাজ্যে ভুয়ো ভোটারদের উপস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের খোঁজে উঠে এসেছে বাগদা, মাঝিয়ালী, রাজরহাট-গোপালপুর, ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম, কুসিয়ং, শিলিগুড়ি এবং ফালাকাটার মতো কেন্দ্রগুলিতে একই আইডেন্টিফিকেশন নম্বরের একাধিক ভোটার কার্ডের অস্তিত্ব। বিশেষ করে, সীমান্তবর্তী দুটি কেন্দ্র বাগদা দক্ষিণ (উত্তর ২৪ পরগনা) এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (দার্জিলিং) এলাকায় এই ভুয়ো কার্ডের সংখ্যা অত্যধিক বলে জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, ''আইডেন্টিফিকেশন নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় এবং এটি একক হওয়ার কথা। একই নম্বর একাধিক কার্ডে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।'' নির্বাচন কমিশন ভুয়ো কার্ড সনাক্ত করতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করছে। নামের সামান্য বানান পরিবর্তন বা প্রায় মিল থাকা ছবিগুলি সনাক্ত করার মাধ্যমে

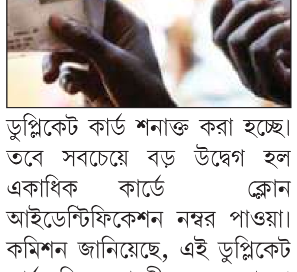

ডুপ্লিকেট কার্ড শনাক্ত করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হল একাধিক কার্ডে ক্লোন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর পাওয়া। কমিশন জানিয়েছে, এই ডুপ্লিকেট কার্ডগুলি হয় মানবীয় ভুলের কারণে হয়েছে, অথবা এটি কোনো পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে, যেখানে বিদেশিদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। কমিশন ১১ নভেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ৭.৪ কোটি ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ১৬ লক্ষ নাম সংশোধন বা বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে, প্রাক-সংশোধনী পর্যায়ে ৬.২ লক্ষ নতুন নাম যোগ করা হয়েছে এবং ৪.৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানান। নির্বাচন কমিশন প্রতিটি কেন্দ্রের প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে এই ভুয়ো কার্ডগুলিকে শারীরিকভাবে যাচাই করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে। তবে কমিশনের মতে, এই ধরনের ভুয়ো কার্ড অন্যান্য কেন্দ্রেও পাওয়া যেতে পারে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা রক্ষায় কমিশনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও, ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন।

বিএসএফের গুলিতেই ভেস্তে গেল প্ল্যান

প্রায় ৫ কোটির সোনা বাংলাদেশে যাওয়ার আগেই গ্রেফতার সিভিল ইঞ্জিনিয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ ফের বড় সাফল্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সোনা-সহ ধরা পড়ল এক সিভিল ইঞ্জিনিয়র। তাঁর কাছ থেকে ৫.৯ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যার বাজার মূল্য ৪.৩৬ কোটি টাকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা তেঁতুলবেরিয়া বর্ডার ফাঁড়ির অন্তর্গত আঁচলপাদা গ্রামে। জানা যাচ্ছে, ওই গ্রামে সোনা মজুতের খবর গোপন সূত্রে এসে পৌঁছায় বিএসএফের কাছে। তারপরই অভিযান। আর তাতেই মেলে সাফল্য। বিএসএফ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ সোনা ওই গ্রাম থেকে বাংলাদেশে পাচারের তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু, সীমান্ত রক্ষীর হস্তক্ষেপে ভেস্তে যায় সেই ছক। এদিকে বিএসএফ

জওয়ানরা ওই সিভিল ইঞ্জিনিয়রের বাড়িতে হানা দিলে আগেই আবার সেই খবর পেয়ে যায় ওই ব্যক্তি। জওয়ানদের আসতে দেখে চম্পটও দেয়। তখনই আকাশের দিকে তাক করে গুলি চালান বিএসএফ জওয়ান। কাণ্ড দেখে পালাতে গিয়ে হকচকিয়ে যান ওই ব্যক্তি। তখনই তাঁকে পাকড়াও করেন জওয়ানরা। তাঁর বাড়ি থেকে ৫.৯ কেজি ওজনের ৫০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যার বাজার মূল্য ৪.৩৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দ্রুত উপার্জনের রাস্তা খুঁজতেই চোরাচালানের রাস্তা ধরেন ওই ব্যক্তি। এই সোনা তিনি অন্য জায়গা থেকে এনে তিনি নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন বলে খবর। ডেলিভারি সম্পূর্ণ হলে পেতেন টাকা। প্রতি ডেলিভারির জন্য ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ থাকে বলে খবর।

মহারাষ্ট্রে ভোটের আগে হোটেলে বসে ১৫ কোটি টাকা বিলি! অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

পালঘর (মহারাষ্ট্র), ১৯ নভেম্বরঃ বুধবার মহারাষ্ট্রের ভোট। তার আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বহুজন বিকাশ আঘোড়ী। ভোট কেনার জন্য টাকা বিলি করছেন বিজেপি নেতা, অভিযোগ এমনই। ভোট কেনার জন্য ৫ কোটি টাকা বিলি করার চেষ্টা করেছেন রাজ্যের ওই প্রাক্তন মন্ত্রী বলে দাবি করা হয়েছে। এই কারণে তাঁকে ঘেরাও করে বিক্ষোভও দেখানো হয়। পালঘর জেলায় বহুজন বিকাশ আঘোড়ীর প্রধান হিতেন্দ্র কুমারের বেশ দখল রয়েছে। তিনি ভাসাইয়ের বিধায়কও বটে। তিনি বিনোদ তাওড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছেন, নির্বাচনের আগে মানুষের ভোট কেনার জন্য ৫ কোটি টাকা বিলি করার চেষ্টা করেছেন বিনোদ। পালঘরের বিরারে একটি হোটেলে বসে এই কাজ করছিলেন তিনি বলে দাবি। এই কারণে হোটেলের ঘরেই কার্যত বচসা এবং সংঘর্ষে জড়ান বিজেপি এবং বহুজন বিকাশ আঘোড়ীর সদস্যরা। হিতেন্দ্রর ছেলে তথা নালাসোপাড়ার বিধায়ক ক্ষিতিশ ঠাকুর এবং তাঁর দলবল হোটেলে গিয়ে বিজেপি বিধায়ককে ঘেরাও করেন। ক্ষিতিশ ওই ঘর থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছেন এবং তাতে ১৫ কোটি

মামলা কমিশনের

টাকা আনার উল্লেখ আছে বলেও জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, নালাসোপাড়ার বিজেপি প্রার্থী রাজন নায়েকের সমর্থনে এই টাকা বিলি করার জন্য আনা হয়েছিল। কাকে কত টাকা দেওয়া হবে সে তথ্য নাকি ওই ডায়েরিতে লেখা রয়েছে। হিতেন্দ্র জানান, তাঁর কাছে খবর আসে পালঘরের হোটেলে বিজেপির তরফে টাকা বিলি করা হচ্ছে। সেই খবর পেয়েই তিনি ছেলেকে লোকজন নিয়ে ওই হোটেলে যেতে বলেন। হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরাও বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ। দাবি, হোটেল কর্তৃপক্ষও এই ঘটনায় জড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। তাঁর হোটেলের ঘর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নগদ টাকা উদ্ধারও করা হয়েছে। একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি নেতাকে ঘিরে রয়েছে বিরোধী জোটের কর্মী-সদস্যরা এবং তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা নগদ টাকা বের করা হচ্ছে। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা তাওড়ে। তাঁর কথায়, ৪০ বছর ধরে তিনি রাজনীতি করছেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তাঁরাও তাঁকে খুব ভাল করেই চেনেন। তাই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। ওদিকে বিজেপির দাবি, ভোটে হারবে জেনে বিরোধীরা এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। বিষয়টা হাস্যকর।

তিরুপতির অহিন্দু কর্মচারীদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, দেব দর্শনের সময় কয়েক ঘণ্টা কমতে পারে

তিরুমালা, ১৯ নভেম্বরঃ তিরুপতি মন্দিরের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর এই সিদ্ধান্ত সেই মন্দিরে কর্মরত অ-হিন্দু কর্মচারীদের জন্য বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চলেছে। সোমবার, তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ড একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। সেই অনুযায়ী, মন্দিরে কর্মরত অ-হিন্দু কর্মচারীদেরকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করতে অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের অন্য কোনো দপ্তরে বদলি হতে হবে। এটি তিরুমালা মন্দিরের পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম যা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী হিন্দু মন্দির, তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে, একটি স্বাধীন সরকারী ট্রাস্ট হিসেবে কাজ করে। এটা কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নয়। তিরুমালা মন্দিরে কর্মরত অ-হিন্দুদের সম্পর্কে বিতর্ক কিছুদিন ধরেই চলছিল। গত জুনে, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু সরকারের অধীনে এ ধরনের অভিযোগ উঠে, যেখানে হিন্দু কর্মচারীরা অভিযোগ করছিলেন যে, কিছু কর্মচারী অন্য ধর্মাবলম্বী। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ তাদের মন্দির পরিচালনা নীতি অনুযায়ী, তাদের প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পেছনে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম অ্যাক্ট এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এন্ডাউমেন্টস

অ্যাক্ট এর বিধি রয়েছে, যা মন্দিরে কর্মরতদের জন্য ধর্মীয় সংক্রান্ত শর্ত আরোপ করে। কর্মচারী ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্তের সমর্থন জানানো হয়েছে, যেহেতু তারা মনে করেন এটি অ্যাক্টের আওতায় রয়েছে এবং এটি পুরোপুরি কার্যকর হওয়া উচিত। একজন ইউনিয়ন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, এটি পুরোপুরি কার্যকর করা উচিত। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম চেয়ারম্যান বিআর নায়ডু, যিনি অক্টোবর ৩১ তারিখে টিটিডি-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিরুপতি মন্দির পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়োগ করা উচিত। এই নির্দেশনা মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৬(৫) অনুসারে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় বিবেচনা করা বৈধ। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের চারিটেবল অ্যান্ড হিন্দু রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড এন্ডাউমেন্টস সাবর্ডিনেট সার্ভিস রুলস এর রুল ৩ অনুযায়ী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদেরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতে হবে। এই আইনি ভিত্তি গত বছরের নভেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়ে আরও দৃঢ় হয়, যখন আদালত রুল ৩-কে সমর্থন করে নিশ্চিত করেছে যে, ট্রাস্ট বোর্ডগুলো তাদের কর্মচারী নির্বাচন ও শর্তাবলী নির্ধারণের অধিকার রাখে। যার মধ্যে কর্মচারীদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার শর্তও অন্তর্ভুক্ত। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম-এর এই সিদ্ধান্তটি একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার সংগঠন এই পদক্ষেপকে সংবিধানবিরোধী এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন। তবে অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকার হিসেবে অনেকেই সমর্থন করেছেন। সেইসঙ্গে বলছেন যে, মন্দিরের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখতে এটি প্রয়োজনীয়। এখন পর্যন্ত, টিটিডি কর্তৃপক্ষের নেওয়া এই পদক্ষেপটি অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তবে এর পিছনে একটি স্পষ্ট আইনি এবং ধর্মীয় যুক্তি রয়েছে। তিরুমালা মন্দিরের পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্ব ও ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। যদিও এর বাস্তবায়ন ও প্রভাব ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় নারীশক্তি দেখিয়েছেন লক্ষ্মীবাই, শ্রদ্ধা অমিত শাহর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ ঝাঁসির মহান যোদ্ধা রানি লক্ষ্মীবাইকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মঙ্গলবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, ঝাঁসির মহান যোদ্ধা রানি লক্ষ্মীবাই-এর অনন্য সাহসিকতা এবং বীরত্ব শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনকেই চ্যালেঞ্জ করেনি, বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় নারীদের শক্তিও দেখিয়েছে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা রানি লক্ষ্মীবাই-এর সাহসিকতা আজও আমাদের জাতিকে রক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম চিরকাল প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের অন্যতম প্রতিমূর্তি ও পথিকৃ হয়ে রয়েছেন রানি লক্ষ্মীবাই।

স্বামীকে হারালেন মুনমুন প্রয়াত ভরত দেববর্মা, শোকাহত সেন পরিবার

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ প্রয়াত সুচিত্রা সেনের জামাই, মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেববর্মা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভরত। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ঢাকুরিয়ার বেসরকারি হাসপাতালে।সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্স আসার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। ভরত দেববর্মার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন মেয়ে রাইমা সেন। মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ভরত দেববর্মা। তার জেরেই মৃত্যু। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সন্তান ভরত দেববর্মা। ১৯৭৮ সালে মুনমুন সেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এক বছরের মাথাতেই রাইমা সেনের জন্ম হয়। তার বছর দুই পরে মুনমুন-ভরতের জীবনে আসে রিয়া।

বস্তারে সিআরপিএফ শিবিরে রাত কাটালেন মুখ্যমন্ত্রী সাই, রোপণ করলেন চারাগাছ

রায়পুর, ১৯ নভেম্বর ঃ মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের বস্তারে সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাত কাটালেন ছত্তিশগ।রে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। সোমবার রাতে বস্তারে একটি সিআরপিএফ ক্যাম্পে রাত কাটান মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। এই সময়ে তিনি সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শোনেন তাঁদের মনের কথা।সারারাত সিআরপিএফ ক্যাম্পে কাটানোর পর মঙ্গলবার সকালে 'এক পে। মা কে নাম' কর্মসূচির অধীনে চারাগাছও রোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সাই। সোমবার রাতে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করার পাশাপাশি ক্যাম্প ঘুরে দেখেন তিনি।

নাসিকের হোটেল থেকে উদ্ধার প্রায় দু' কোটি টাকা, শুরু তদন্ত

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর ঃমহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হলো প্রায় দু কোটি টাকা। জানা গেছে, রেডিসন ব্লু নামে একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।জানা গেছে, নাসিকের হোটেল রেডিসন ব্লু-র একটি ঘরে বিপুল পরিমাণ টাকা থাকার বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এই তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা পুলিশ নিয়ে হোটেলে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অনেক বান্ডিল ৫০০ টাকার নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

গুজরাটের ভারুচে ট্রাক ও ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত ৬, গুরুতর আহত ৪ জন

ভারুচ, ১৯ নভেম্বর ঃ গুজরাটের ভারুচ জেলায় ট্রাক ও ভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৩টি শিশু রয়েছে। জাম্বুসার থানার ইন্সপেক্টর এ ভি পানামিয়া জানিয়েছেন, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ মগনাদ গ্রামের কাছে জাম্বুসার-আমোদ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, ভ্যানে চেপে ভেদাচ গ্রাম থেকে মোট ১০ জন শুক্লাতীর্থের

খাদ্য ও জ্বালানির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে, জি-২০ বৈঠকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

রিও ডি জেনিরো, ১৯ নভেম্বর ঃ খাদ্য, জ্বালানির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে, জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের সামনে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ভারতের ' বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্য' ভাবনার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের সঙ্কটে পড়তে হচ্ছে ' সাউথ'-এর দেশগুলিকে।ক্ষুধা এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই প্রসঙ্গে বক্তৃতা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর মতে, খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের সঙ্কটের প্রধান কারণ হল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘাতের পরিস্থিতি। এর জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ' সাউথ'। তাই এই দেশগুলির সমস্যার কথা বাদ দিয়ে কখনও আলোচনা সদর্থক হতে পারে না বলেই মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী। ক্ষুধা এবং দারিদ্র দূরীকরণে ব্রাজিল আন্তর্জাতিক মঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। ব্রাজিলের এই উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানান মোদী।

জন্মজয়ন্তীতে ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন খাড়গে ও

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ জন্মজয়ন্তীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জিকে জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন

খাড়গে এবং কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। এদিন সকালে দিল্লির শক্তি স্থলে ইন্দিরা গান্ধীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন খাড়গে ও রাহুল।ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ছোটবেলার একটি ছবি টুইটারে আপলোড করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ঠাকুমা সাহসিকতা এবং ভালবাসা উভয়ের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি, নির্ভয়ে দেশের স্বার্থে চলাই আসল শক্তি। তাঁর স্মৃতিই আমার শক্তি, যা আমাকে সবসময় পথ দেখায়।

বায়ুদূষণে খারাপ পরিস্থিতি দিল্লিতে, অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ বায়ুদূষণের জেরে অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতে। উদ্ভুত এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আগামী ২৩ নভেম্বর, শনিবার পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ঘোষণা করেছে, শনিবার, ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন মোডে ক্লাস পরিচালনা করা হবে। ২৫ নভেম্বর থেকে ফিজিক্যাল মোডে নিয়মিত ক্লাস

পুনরায় শুরু হবে। পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।দূষণ মোকাবিলায় দিল্লি সরকার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণবিধি জারি করেছে সোমবার থেকে। তার পরেও উন্নত হয়নি বাতাসের গুণমান। বরং আরও ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার সকালে রাজধানী ও সংলগ্ন আনন্দ বিহার, অশোক বিহার, ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম, জাহাঙ্গিরপুরী-সহ বেশির ভাগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বাতাসের গুণমানের সূচক ৫০০ অতিক্রম করে গিয়েছে। রাজধানী ও সংলগ্ন অঞ্চলে বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ৩৫টি কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে বাতাসের গুণমান সূচক সবচেয়ে কম ছিল দ্বারকায় (৪৮০)। কিন্তু সেটিও ' ভয়ানক' পর্যায়ের উপরেই রয়েছে।

আধুনিক বাংলা গানের স্রষ্টা, গণ সংগীতের প্রণেতা সলিল চৌধুরী

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃসন ১৯২৫ সাল। ১৯ শে নভেম্বর। সলিল চৌধুরী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের গাজীপুরে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী। বাবার কাছেই তাঁর সংগীত শিক্ষার হাতে খড়ি। তাঁর শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে আসামের চা বাগানে।১৯৪৪ সালে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন। এই সময় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এ যোগদান করেন। এ সময় তিনি গণ সংগীত লিখতেন এবং এর জন্য সুর করা শুরু করেন।সলিল চৌধুরী ৭৫ টির বেশি হিন্দি চলচ্চিত্রে, ৪১ টির বেশি বাংলা চলচ্চিত্রে এবং ২৭টির বেশি মালয়ালাম চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন। তিনি ১৩ টি ভাষায় সংগীত রচনা করেন।১৯৮৮ সালে তিনি সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালে মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার লাভ করেন।একজন ভারতীয় সংগীত পরিচালক ,সুরকার এবং গীতিকার। আধুনিক বাংলা গানের স্রষ্টা এবং গণসংগীত প্রণেতা হিসেবে একজন স্মরণীয় বাঙালি। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তাঁর মৌলিক কবিতাগুলির জন্য তিনি দারুণভাবে নন্দিত ও প্রশংসিত। ১৯৯৫ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সংগীতের মাধ্যমে আজও আমাদের মনের মনিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। আজ ঊনিশে নভেম্বর , সলিল চৌধুরীর শুভ জন্মদিন। আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৯ নভেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

দূষণে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লিতে, জনসাধারণের হাত মাস্ক তুলে দিলেন মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবারও ' ভয়ানক' দিল্লির বাতাস। বাতাসের গুণমান সূচক প্রায় ৫০০ ছুঁইছুঁই। সকাল থেকে ধোয়াঁশার চাদরে ঢেকে রয়েছে রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকা। কমেছে দৃশ্যমানতা। দূষণ থেকে রেহাই পেতে এখন ভরসা মাস্ক। সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা মাথায় রেখে তাই মঙ্গলবার সকালে সাধারণ মানুষের হাতে মাস্ক তুলে দিলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। এদিন সকালে দিল্লির রাজীব চক মেট্রো স্টেশনের বাইরে সাধারণ জনসাধারণের হাতে মাস্ক তুলে দেন মনোজ তিওয়ারি।দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারকে তীব্র ভর্সনা করে মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, জরুরি অবস্থা জারি করার মতো পরিস্থিতি। এএপি এবং অরবিন্দদ কেজরিওয়ালের সরকার ভুল করেছে, কিন্তু এর পরিণতি দিল্লির জনগণকে ভুগতে হচ্ছে। আমার মতে, এখনই সবাইকে জেগে ওঠা দরকার। আমরা মাস্ক পরার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান হওয়া দরকার, যা শুধুমাত্র বিজেপিই দিতে পারে। আমি প্রত্যেককে আগামী দিনগুলিতে মাস্ক পরার জন্য অনুরোধ করছি এবং ভবিষ্যতে বিজেপিকে একটি সুযোগ দিন, যাতে আমরা দিল্লিকে মাস্ক পরা থেকে বিরত রাখতে পারি।

মহারাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর ঃ এনসিপি-এসসিপি নেতা অনিল দেশমুখের গাড়িতে হামলা ও তিনি আহত হওয়ার ঘটনায় মহারাষ্ট্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন শিবসেনা (উদ্ধব শিবির) নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মহারাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। নির্বাচনের সময় মহারাষ্ট্রে এর আগে কখনও এমন হিংসা ঘটেনি। দেবেন্দ্র ফড়নবিস বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (রাজ্যের)। রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে। এর জন্য কে দায়ী?সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, প্রথমত, এর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন। মহারাষ্ট্রের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি দেবেন্দ্র ফড়নবিস ২ বছরে মহারাষ্ট্রের

আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়েছেন। বাবা সিদ্দিকীর মতো একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে মুম্বইয়ের রাস্তায় খুন করা হয়েছে। যেভাবে (রাজ্যের) প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং খুনের চেষ্টা করা হয়েছে - দেবেন্দ্র ফড়নবিসকেই জবাবদিহি করতে হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১৯ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১ অহ্গ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

[illegible] https://gold.samil.in [illegible] 23.11.2024 [illegible] 03.12.2024 [illegible]

[illegible] GL22519166, GL22747562, GL22791709, GL23319224, GL29184065, GL29201314, GL29267909, GL29394473, GL29505691, GL29524013, GL32103615, GL32124145, GL32518619, GL32934725, GL32942997, GL32956409, GL32956931, GL33190106.

[illegible] GL22737933, GL26718311, GL26735850, GL27544090, GL27552004, GL29233837, GL29264159, GL29275676, GL29317007, GL29325259, GL29389509, GL29394189, GL29469125, GL29470130, GL29474817, GL29475363, GL29538363, GL29546321, GL29724981, GL29745364, GL29776867, GL29790764, GL29797847, GL29811841, GL29820159, GL31031735, GL31215426, GL31808060, GL32648081, GL32662391, GL32971486, GL32984437, GL33090836, GL33119444, GL33310304, GL33319458, GL33328180, GL33353568, GL33551305, GL33567678.

[illegible] GL22014254, GL22493904, GL22580572, GL22648254, GL22667483, GL22771796, GL23050835, GL23091608, GL23636949, GL25279177, GL27200416, GL27219088, GL27602093, GL27613128, GL28688520, GL29192029, GL29261117, GL29277727, GL29364476, GL29372386, GL29394299, GL29418771, GL29435340, GL29437963, GL29448167, GL29448892, GL29457193, GL29466754, GL29475114, GL29475447, GL29505721, GL29505794, GL29523528, GL29524056, GL29529310, GL29546462, GL29559602, GL29628737, GL29637772, GL29641243, GL29661722, GL29728531, GL29747286, GL29781614, GL29782058, GL29794947, GL29795578, GL30242463, GL31292298, GL31664140, GL31677118, GL31883121, GL32460125, GL32938452, GL32956452, GL33003090, GL33008852, GL33016279, GL33017127, GL33026686, GL33054349, GL33065784, GL33086361, GL33109311, GL33120419, GL33134501, GL33148389, GL33191739, GL33216727, GL33233978, GL33249109, GL33265536, GL33341909, GL33351581, GL33417010, GL33418245, GL33429760, GL33442027, GL33448689, GL33460728, GL33489323, GL33513088, GL33623677, GL33639814, GL33644579.

[illegible] GL18814995, GL22553132, GL22864772, GL22866442, GL27073746, GL28781657, GL29067336, GL29482538, GL29499162, GL29576390, GL29583128, GL33218015, GL33237024, GL33243119, GL33256101, GL33265377, GL33266774, GL33360907, GL33373085, GL33557245, GL33566995.

[illegible] GL29694376, GL29707440, GL30366048, GL30978133, GL32759083, GL32774767, GL33164077, GL33309319, GL33322788, GL33528326, GL33540608.

[illegible] GL29186540, GL29263504, GL29275459, GL29443817, GL29448340, GL29457141, GL29475363, GL29514816, GL29518575, GL29524144, GL29524286, GL29584001, GL29633688, GL29637779, GL29720130, GL29739127, GL29746045, GL29841789, GL30983648, GL32784589, GL32802365, GL32851777, GL32861171, GL33128405, GL33150178, GL33202454, GL33209071, GL33524761.

[illegible] GL21469572, GL22712657, GL22728755, GL22746969, GL22970204, GL23026304, GL25954697, GL25975252, GL27355461, GL27407352, GL27422154, GL27596060, GL27610394, GL27724443, GL27727085, GL27747505, GL27747928, GL28999481, GL29058856, GL29073351, GL29183762, GL29201182, GL29209663, GL29226918, GL29271436, GL29274632, GL29410310, GL29425998, GL29430249, GL29448585, GL29486844, GL29499932, GL29517331, GL29523374, GL29542648, GL29561345, GL29568411, GL29691823, GL29707181, GL29722340, GL29724506, GL29749600, GL29750061, GL29755099, GL29771930, GL29782630, GL29795386, GL31361260, GL31793294, GL32914802, GL32924095, GL32966766, GL32989083, GL33141658, GL33151697, GL33184247, GL33257747, GL33266131, GL33365557, GL33367526, GL33372856, GL33383242, GL33407723, GL33423236, GL33449900, GL33499404, GL33516193, GL33648145.

[illegible] GL29430960, GL29437857, GL29449059, GL32960454, GL32987558, GL33420412, GL33430954, GL33520921, GL33541099.

[illegible] GL28995368, GL30273512, GL31238211, GL31252408, GL33006315, GL33016954, GL33032161, GL33039016, GL33053830, GL33054524, GL33192289, GL33386747, GL33469748.

[illegible]

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: মালদা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড

লিলুয়ার কোনা একসরা ব্রিজে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ লিলুয়ার কোনা একসরা ব্রিজে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বাইক আরোহী এক যুবকের। মঙ্গলবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ডানকুনির দিক থেকে ধূলাগোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন ওই বাইক আরোহী যুবক। সে সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। ঘাতক গাড়ি ও চালকের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও বেপরোয়া গাড়ি চালকদের জন্যই বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বাইক বাইক আরোহীর নাম মন্নু মিশ্র (২৫)। তাঁর বানি হুগলির শ্রীরামপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বাইক আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল। সম্ভবত গাড়ির ধাক্কায় বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছে। দুর্ঘটনার কারণে কোনা একসরা ব্রিজে এদিন সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ওয়েব ভিত্তিক লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, ১৯ নভেম্বর ঃ রাজ্যের রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে ঋন দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও মসৃন করে তুলতে রাজ্য সরকার ওয়েব ভিত্তিক একটি লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করেছে। তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় আজ কলকাতার শিল্প সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সফটওয়্যার টির সূচনা করেন। এই ধরনের রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে ঋন দেওয়ার জন্যে অনলাইনে এনওসি প্রদান, এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ঋনের জন্যে আবেদন করা সংস্থাগুলি তাদের বর্তমান স্ট্যাটাস জানা সহ সব ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে রাজ্যের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ডিরেক্টরেট সাধারণ পুনর্বাসন
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কর্মমেলা ঃ কলকাতা

২৯ নভেম্বর ২৪. সকাল ০৭.০০ টায়
রেজিস্ট্রেশন চলবে বেলা ১০টা পযন্ত
ভেন্যু-সল্টলেক আর্মি ক্যাম্প (নিক্কো পার্কের নিকটে)
সল্টলেক সেক্টর ৫, কলকাতা

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঃ

ইএসএম আই কার্ড এবং ৫ কপি ফটোগ্রাফ সহ সর্বশেষ সিভি / বায়ো ডাটা

ইএসএম চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় পিএসইউ / কর্পোরেট (নিয়োগদাতা) থেকে নিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ
ঝামেলা মুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া একাধিক কাজের সুযোগে কোনো খরচ নেই
আগ্রহী ইএসএম এছাড়াও এখানে নিবন্ধন করতে পারেনঃ kolkatajobfair29nov24@grnail.com

নিয়োগকারীদের জন্য সুবিধা

ভেটেরান্স ট্যালেন্ট পুলে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস
অনলাইনে নিবন্ধন করুন এবং www.dgrindia.gov.in-এ
আপনার কোম্পানির স্টল বুক করুন। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ

আরও প্রশ্ন ও সহায়তার জন্য, যোগাযোগ করুন

যুগ্ম পরিচালক (সিই ও সিআই) ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটেলমেন্ট
পশ্চিম ব্লক ৪, আরকে পুরম, নিউ দিল্লি-১১০০৬৬
টেলিফোনঃ(অফিস) ০১১-২০৮৬২৫৪২

ইমেলঃ seopadgr@desw.gov.in
ওয়েব সাইট ঃ http://www.dgrindia.gov.in

ডিআরজেড (পূর্ব) কলকাতা
টেলিফোনঃ০৩৩-২৯৫৩০১৯৫
ই-মেইলঃdrzekoldesw.gov.in
ইএসএম এবং স্থান অনুসন্ধান
ওআইসিঃ ৭২১৭৩৬১৩৯৯
জেসিও আইসিঃ ৯৬৮২৫৫১৮৭৪

CBC 10401/11/0015/2425

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ⁄ অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হুগলি-ব্যান্ডেল স্টিট রোড - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ব্যান্ডেল স্টিট রোড, ব্যান্ডেল পাঞ্জাবি পাড়া, পো-ব্যান্ডেল, নিচতলা, জেলা- হুগলি, পিন- 712123**

শাখার নাম: হুগলি-আরামবাগ, তালুকা - আরামবাগ
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL16222072, GL18102597, GL18345686, GL22583081, GL23738278, GL25141364, GL27888231, GL27896943, GL28320467, GL28325826, GL29240243, GL29255324, GL29333918, GL29334265, GL29334558, GL29352269, GL29352337, GL29352439, GL29367589, GL29371115, GL29459254, GL29475620, GL29489143, GL29499106, GL29516599, GL29524130, GL29559003, GL29562867, GL29571855, GL29597287, GL29618621, GL29624053, GL29637017, GL29644834, GL29651940, GL29660868, GL29660870, GL29698918, GL29700708, GL29707382, GL29722675, GL29746140, GL29752172, GL29763596, GL29771266, GL29771631, GL29859600, GL29872540, GL31181797, GL31261366, GL31278503, GL31309664, GL31785276, GL31798924, GL33204628, GL33204735, GL33207654, GL33209060, GL33356444, GL33416715, GL33421084, GL33430588, GL33453016, GL33459677, GL33587132.

শাখার নাম: হুগলি-বৈদ্যবাটি জিএল, তালুকা - সিঙ্গুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22775728, GL23264272, GL23769514, GL24761867, GL25059396, GL27375916, GL27648998, GL28474297, GL28478889, GL29188847, GL29318384, GL29320450, GL29392617, GL29457108, GL29623405, GL29637573, GL29657417, GL30095264, GL30533356, GL31077984, GL31098212, GL31334260, GL31343262, GL31358160, GL31366771, GL31980399, GL32388136, GL32407383, GL32536424, GL32553074, GL32667216, GL32688493, GL32696700, GL32723947, GL32941831, GL32958194, GL32999586, GL33016626, GL33026736, GL33056559, GL33203282, GL33208056, GL33302169, GL33320994, GL33366610, GL33372281, GL33493654, GL33516371, GL33581453, GL33630683.

শাখার নাম: হুগলি-ব্যান্ডেল স্টিট রোড, তালুকা - ব্যান্ডেল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22565329, GL22900978, GL27169163, GL29418280, GL29551671, GL29568593, GL29677518, GL29684796, GL31169811, GL31680749, GL33105762, GL33119922, GL33160113, GL33183991, GL33274135, GL33292894, GL33362256, GL33413563, GL33417945, GL33429613, GL33431053, GL33476082, GL33573769, GL33591957, GL33624286, GL33628483, GL33644398.

শাখার নাম: হুগলি-চন্দন নগর, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21685071, GL22778326, GL22841751, GL22878296, GL23527590, GL23784185, GL23875498, GL24772659, GL25151271, GL25175706, GL25279384, GL25318685, GL25328819, GL25410977, GL25496103, GL25617660, GL25637036, GL25684506, GL25851490, GL26060144, GL26830598, GL27538975, GL27660548, GL27762804, GL27944654, GL28090938, GL28158058, GL28178529, GL28293341, GL28423785, GL28972597, GL29186859, GL29211377, GL29230918, GL29265757, GL29276124, GL29362019, GL29362708, GL29364912, GL29414018, GL29424054, GL29438603, GL29448549, GL29486073, GL29499394, GL29503559, GL29513594, GL29523571, GL29523605, GL29551821, GL29627454, GL29629050, GL29630162, GL29633349, GL29637414, GL29637542, GL29637898, GL29701538, GL29706972, GL29722722, GL29723107, GL29746320, GL29746877, GL29753681, GL29771833, GL29787363, GL29794603, GL29855476, GL29971448, GL29983459, GL30226978, GL30234757, GL30263321, GL30276036, GL30373965, GL31133122, GL31144024, GL31218158, GL31405162, GL31415446, GL31510957, GL31511871, GL31568180, GL31582280, GL31733334, GL32049349, GL32062226, GL32166203, GL32347042, GL32347139, GL32347257, GL32968078, GL32987474, GL33000335, GL33000458, GL33025201, GL33025686, GL33049659, GL33141609, GL33147856, GL33230379, GL33340631, GL33351606, GL33356520, GL33356550, GL33386368, GL33581691, GL33762722.

শাখার নাম: হুগলি-চুঁচড়া জিএল, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22584108, GL22616045, GL22828917, GL23195750, GL23530806, GL27952955, GL27958894, GL28632174, GL29489100, GL29499607, GL29630083, GL29637225, GL29694944, GL29707187, GL29756078, GL29771725, GL31156678, GL31174418, GL31243245, GL31253121, GL31363667, GL31472897, GL31493147, GL33226000, GL33232937.

শাখার নাম: হুগলি-ডানকুনি জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22459449, GL22694728, GL24663878, GL27969380, GL27991115, GL28287401, GL28942870, GL29537152, GL29546459, GL29755369, GL29771907, GL33436049, GL33459958, GL33636400.

শাখার নাম: হুগলি-জে কে স্ট্রিট উত্তরপাড়া, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22820836, GL24083231, GL28697841, GL28986387, GL29647639, GL29660640, GL30555741, GL30907443, GL30923398, GL30975319, GL30986951, GL31126082, GL31142161, GL31622520, GL31679765, GL32961816, GL32984596, GL33037662, GL33043072, GL33054187, GL33056901, GL33304178, GL33318104.

শাখার নাম: হুগলি -কোননগর, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22512851, GL22723042, GL22728070, GL23852743, GL23936183, GL24191018, GL26839654, GL27464802, GL27734683, GL27746763, GL28411557, GL29198209, GL29200418, GL29264343, GL29273158, GL29672020, GL29684411, GL30080903, GL30591263, GL30640336, GL31090327, GL31093306, GL31094161, GL31094766, GL31150831, GL31167503, GL31259515, GL31274022, GL31284513, GL31314232, GL31318875, GL31326201, GL31343985, GL31474375, GL31489874, GL31667736, GL31974495, GL32932437, GL32938745, GL32955888, GL32956401, GL33250960, GL33254217, GL33264990, GL33267228, GL33273788, GL33291282, GL33419040, GL33430136, GL33451582, GL33571661, GL33591729.

শাখার নাম: হুগলি-রিষড়া জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23233825, GL27752609, GL27775481, GL27814485, GL27830079, GL27845744, GL27870251, GL28141888, GL29288941, GL29419616, GL29665750, GL29684396, GL29695326, GL29707037, GL29781633, GL29796153, GL30839880, GL33076037, GL33086050, GL33254901, GL33264608, GL33452131, GL33459723.

শাখার নাম: হুগলি-সিঙ্গুর নতুন বাজার জিএল, তালুকা - সিঙ্গুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22710928, GL24872943, GL24887420, GL25475783, GL25596897, GL26204288, GL27297824, GL27358722, GL28158818, GL28297725, GL28304271, GL28350132, GL28368821, GL28369030, GL28438816, GL28692833, GL29186550, GL29257118, GL29276561, GL29442831, GL29448619, GL29692750, GL30518245, GL30879529, GL32579904, GL33145273, GL33299532, GL33318408, GL33537548.

শাখার নাম: হুগলি-তারকেশ্বর জিএল, তালুকা - তারকেশ্বর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22511960, GL22551146, GL22682694, GL25059104, GL25766179, GL26634787, GL27838826, GL27868938, GL29196411, GL29267696, GL29271018, GL29414738, GL29420079, GL29426046, GL29439298, GL29448556, GL29464959, GL29474634, GL29560630, GL29569074, GL29678843, GL29684985, GL29763089, GL29771780, GL29785160, GL29787412, GL29794813, GL29794983, GL30387546, GL30392914, GL30833526, GL30854115, GL31682318, GL31705964, GL33722588, GL34078215.

শাখার নাম: পাড়ুয়া-জিএল, তালুকা - পাড়ুয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22710878, GL22753091, GL22782496, GL23421718, GL26957616, GL26965676, GL26970446, GL27017558, GL27813213, GL27831939, GL27954999, GL27979933, GL27990036, GL29184643, GL29201472, GL29240085, GL29386564, GL29404922, GL29506732, GL29513550, GL29523843, GL29524163, GL29583827, GL32753451, GL32771490, GL33011590, GL33017429, GL33110006, GL33120156, GL33203976, GL33208442, GL33445602, GL33471243, GL33520615, GL33535314, GL33541262, GL33600477, GL33617686, GL33639546.

শাখার নাম: শ্রীরামপুর-হুগলি শেওড়াফুলি নবগ্রাম, তালুকা - শ্রীরামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22820135, GL29371622, GL29411013, GL29427748, GL29443975, GL29448554, GL29482465, GL29491275, GL29499061, GL29499620, GL29632801, GL29637612, GL30024107, GL30727121, GL31184305, GL31200914, GL31535946, GL31559833, GL32725608, GL32743013, GL33241077, GL33267016, GL33436488, GL33460969, GL33489230, GL33516974, GL33556067, GL33567703.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: হুগলি

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ⁄ অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-আমতা হাসপাতাল রোড, তালুকা - উলুবেড়িয়া –।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28803288, GL28815805, GL29461319, GL29475787, GL31502437, GL31516425, GL31947993, GL31995755, GL32014795, GL33037189, GL33055323, GL33243569, GL33266678, GL33271879, GL33291104, GL33500573.

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা – জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29225173, GL33107301.

শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা -ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22000814, GL22807166, GL23924440, GL28493630, GL29654364, GL29660761, GL29688919, GL29707516, GL30729660, GL32733565, GL32743016, GL33255922, GL33256018, GL33264294, GL33266518, GL33305764, GL33322493, GL33629257.

শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22513423, GL22633748, GL22742485, GL23476181, GL23666528, GL27561377, GL27658100, GL28414948, GL28430239, GL28962740, GL29038948, GL29407764, GL29761999, GL29774872, GL30153400, GL30384663, GL30755765, GL31164401, GL31167774, GL31267904, GL31276014, GL31290443, GL31354177, GL31386358, GL31390133, GL31403645, GL31404120, GL31416126, GL31416245, GL31770034, GL33193942, GL33203046, GL33478155, GL33558788, GL33567021.

শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23394301, GL24832454, GL26106820, GL27762668, GL27842652, GL27865134, GL28129966, GL31017751, GL31045846, GL31222136.

শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21903386, GL22457032, GL22565800, GL22793037, GL23353164, GL27406421, GL27413906, GL27514193, GL27966906, GL27989853, GL29182645, GL29239226, GL29250876, GL29431512, GL29448572, GL29481007, GL29501607, GL29579856, GL29753480, GL29761277, GL29771610, GL29774780, GL29787069, GL29789276, GL29795493, GL30416563, GL30518369, GL30847947, GL31472990, GL31492871, GL31565801, GL31662082, GL31676439, GL32459633, GL32472446, GL32762883, GL33107086, GL33119959, GL33129643, GL33147791, GL33183608, GL33203481, GL33219368, GL33219380, GL33231325, GL33241120, GL33265200, GL33378591, GL33440371, GL33441427, GL33461270, GL33461280, GL33473938, GL33485897, GL33504597, GL33512801, GL33557010, GL33562842, GL33567109, GL33567343, GL33586584.

শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20918402, GL27946197, GL27961234, GL31125447, GL31141952, GL31476422, GL31490728, GL31661410, GL31675380, GL33136352, GL33147960, GL33342532, GL33351023.

শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21648614, GL22477699, GL22578892, GL22620652, GL22804893, GL24798192, GL27974749, GL27993721, GL29261791, GL29277891, GL29333504, GL29354188, GL29376412, GL29437323, GL29444442, GL29448712, GL29457303, GL29475601, GL29506188, GL29524421, GL29538993, GL29546326, GL29598078, GL29614313, GL29680093, GL29733734, GL29746219, GL31365071, GL32237001, GL32243248, GL32451377, GL32471993, GL32484010, GL32500685, GL32598639, GL32979770, GL32986457, GL33064376, GL33073206, GL33086403, GL33156693, GL33213135, GL33225117, GL33235493, GL33237521, GL33244762, GL33266280, GL33283640, GL33283810, GL33292569, GL33292597, GL33337233, GL33342789, GL33351751, GL33352905, GL33367512, GL33372386, GL33391073, GL33391455.

শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22755313, GL22993800, GL24069239, GL25821046, GL26073668, GL27974884, GL28042700, GL28257399, GL28274894, GL29408644, GL29425169, GL29593323, GL29612356, GL30380900, GL31153741, GL31173203, GL31204956, GL31226427, GL31658997, GL31676517, GL32997772, GL33016732, GL33244184, GL33265246, GL33302346, GL33344835, GL33351909.

শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32935847, GL32954417, GL33297173, GL33319566, GL33435976, GL33460119, GL33526792, GL33541651.

শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22561816, GL22615443, GL22627307, GL22718473, GL22779579, GL23488527, GL23631706, GL26955018, GL27007723, GL29212072, GL29245890, GL29261139, GL29279301, GL29312773, GL29323286, GL29415524, GL29421535, GL29424469, GL29428825, GL29436104, GL29448078, GL29465501, GL29475575, GL29582529, GL29598560, GL29600205, GL29613930, GL29614721, GL29674228, GL29674526, GL29684262, GL29684276, GL29780004, GL29798504, GL30147202, GL30533737, GL31408307, GL32878380, GL32894777, GL33041759, GL33049512, GL33053934, GL33056617, GL33171263, GL33201906, GL33209807, GL33240859, GL33267598, GL33334097, GL33351077, GL33379410, GL33419442, GL33419896, GL33430283, GL33432705, GL33478524, GL33532903, GL33541766, GL33609807.

শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22765159, GL22794565, GL22893312, GL23833738, GL25359640, GL25712658, GL26005056, GL26837980, GL28386813, GL28497075, GL28771779, GL29209343, GL29226853, GL29415127, GL29420896, GL29424365, GL29467375, GL29507340, GL31379630, GL31391627, GL33102456, GL33114130, GL33154945, GL33155751, GL33251742, GL33266152, GL33465790, GL33498432, GL33531669, GL33541406.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

রেলওয়ের বহরে ৫৮৩ গুলো সাধারণ শ্রেণীর কোচ যোগ করা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ঃ রেল ভ্রমণের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ে সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণকেও ত্বরান্বিত করছে। এই ধারাবাহিকতায়, রেলওয়ে গত তিন মাসে বিভিন্ন ট্রেনে সাধারণ শ্রেণীর প্রায় ৬০০টি নতুন অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করেছে। এসব কোচ নিয়মিত ট্রেনে যুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চলতি নভেম্বর মাসে প্রায় সাড়ে ছয় শতাধিক নিয়মিত ট্রেনে জিএস ক্লাসের এমন এক হাজারের বেশি কোচ যুক্ত হবে। একটি হিসাব অনুযায়ী, রেলের বহরে নতুন এই জিএস কোচ যুক্ত হলে প্রতিদিন প্রায় এক লাখ যাত্রী উপকৃত হবেন। এছাড়া আগামী দুই বছরে রেলওয়ের বহরে বিপুল সংখ্যক জিএস ক্যাটাগরির কোচ অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা দ্রুত গতিতে চলছে।রেলওয়ে বোর্ড সাধারণ শ্রেণীর রেল যাত্রীদের জন্য নতুন সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক (তথ্য ও প্রচার) দিলীপ কুমার বলেছেন যে সাধারণ শ্রেণীর যাত্রীরা রেলের শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে। এই শ্রেণীর যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার জন্য রেলওয়ে বিভিন্ন দিকে কাজ করছে। এর আওতায় জুলাই থেকে অক্টোবর তিন মাসে জিএস ক্যাটাগরির মোট ৫৮৩টি নতুন কোচ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, এই নবনির্মিত কোচগুলি ২২৯টি নিয়মিত ট্রেনে যুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন হাজার হাজার অতিরিক্ত যাত্রী উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বলেন, এই নভেম্বরের মধ্যে জিএস ক্লাসের এক হাজারের বেশি নতুন কোচ প্রস্তুত হয়ে রেলের বহরে যুক্ত হবে। এগুলো ৬৪৭টি নিয়মিত ট্রেনে যুক্ত করা হবে। এসব কোচ যুক্ত হলে প্রায় এক লাখ অতিরিক্ত যাত্রী দৈনিক রেলযাত্রার সুবিধা নিতে পারবেন। নির্বাহী পরিচালক জানান, সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে দ্রুত গতিতে নতুন জিএস কোচ নির্মাণের কাজ চলছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/452
Name of the work: **Operation & maintenance of decorative lighting system at R. B. Avenue, Hazra Road, Kali Temple Road & both side of Sadananda Road and others in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **2,30,152.00.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/453
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at 106, 104, 94, 95 Tollygunge Bustee & other Bustee areas in Ward No.-88 under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **2,49,923.49.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/454
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at Charu Math Bustee, Mukherjee Bustee, Bagdi Para Bustee & other Bustee areas in Ward No.-83 under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **2,49,933.59.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/432
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at 48/1, 56 S. N. Pandit Street Bustee and other Bustee areas in Ward No.-71 under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **2,48,684.62.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/448
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-73 under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **4,96,765.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/450
Name of the work: **Improvement of mini mast lighting system for the different mini masts in Ward No.-73 under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **2,95,528.73.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/451
Name of the work: **Installation of "I Love Kolkata" glow sign board at Ashutosh Mukherjee Road in Ward No.-71 under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **2,49,177.10.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **28.11.2024 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).** Tender (Technical) opening date: **28.11.2024 at 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 from 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/460
Name of the work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Utkal Para and other different places in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,74,148.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/461
Name of the work: **Miscellaneous repairing of street lighting system at E. M. Byepass from 4 No. Bridge to Topsia crossing.** Estimated amount: ₹ **4,83,134.51.** Earnest money: ₹ **9,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/462
Name of the work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Seal Lane and other different places in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,71,104.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **30.11.2024 - 12.30 p.m. (For Sl. No. 8 to 10).** Bid opening date for technical proposals: **30.11.2024 - 2.30 p.m. (For Sl. No. 8 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (6 p.m.) (For Sl. No. 8 to 10).**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/458
Name of the work: **Operation and maintenance of the electrical service at Gariahat Market, KMC Offices & Staff Quarter in Ward No.-68, under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **4,87,764.00.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **30.11.2024 at 12 noon.** Bid opening date for technical proposals (online): **30.11.2024 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 8 to 11).**

The Executive Engineer (Electrical)/Electricity, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-51/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual comprehensive maintenance of AC machine at the Engineering Wing of SWM Department under KMC.** Estimated amount: ₹ **2,03,082.11.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-76/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual comprehensive maintenance of AC machines at CCTV Control Room (New Market), IT Department under KMC.** Estimated amount: ₹ **1,07,857.70.** Earnest money: ₹ **2,200.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-50/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual comprehensive maintenance of AC machines throughout the year at TPD-Department and Mushlim Burial Board/KMC.** Estimated amount: ₹ **1,06,898.40.** Earnest money: ₹ **2,400.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-44/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of existing air ventilation system at basement & ground floor of New Market New Complex Ph-II/KMC.** Estimated amount: ₹ **4,87,284.60.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(5) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-86/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Comprehensive annual maintenance of different types of water cooler at HUDCO Building and IT Building under KMC.** Estimated amount: ₹ **4,39,362.12.** Earnest money: ₹ **8,800.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.11.2024 up to 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **20.11.2024 (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

(876/24-25)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৭ সংখ্যা, বুধবার, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

অস্কার ও নোবেল পুরস্কার

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাধি দিতে চায়,তিনি বিনীতভাবে বললেন তাঁর নামের আগে, পিছনে উপাধির দরকার নেই। ১৯২৫ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেলে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে প্রথমে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। নিজের সৃষ্টির বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার,ডিগ্রি গ্রহণে এত অনীহা।নোবেল কমিটির একান্ত অনুরোধে পুরস্কারের পদকটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুরস্কারের অর্থ তিনি দান করে দেন। ১৯৩৯ সালে অস্কার পেলেন। ২০১৬ সালে বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত একমাত্র শ'ই ছিলেন, যিনি একাধারে নোবেল ও অস্কার পেয়েছেন। জীবনের প্রথম পর্বে লেখক হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, প্রকাশকদের কাছে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন তবে কেউ সেই লেখা ছাপতে রাজি হতেন নি। হতাশ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর যাই হোক তিনি কোনও দিন লেখক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা ধরে রাখতে পারেন নি, আবার লেখা শুরু করলেন তবে উপন্যাস নয় নাটক। আর সেই নাটক তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিল। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ, বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে নোবেলজয়ী, আবার অস্কার জিতেছেন। ছোটবেলায় ধরাবাঁধা ছকের পড়াশুনা, পরীক্ষা এসব কিছুই তাঁর ভাল লাগত না। পাঠ্য বইয়ের থেকে বাইরের জগৎ আকর্ষণ করত। কিশোর বয়সে স্কুলের বদলে বাড়িতেই পড়েছেন সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের অনেক বই। তবে এসবের মধ্যে মুগ্ধ করেছিল শেকসপীয়ারের নাটক, মনে মনে ভাবতেন একদিন তাঁর মত মস্ত নাট্যকার হবেন। জীবনে চলার পথ মসৃণ ভাবে চলল না, বাবার ব্যবসায় মন্দার ফলে জমির দালালীর অফিসে চাকরি নিলেন। অফিসের কাজ করেন,ফাঁকে লেখেন। পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, তবে সেখানেও তাঁর লেখা কেউ ছাপে না। শেষ পর্যন্ত একদিন একটি চিঠি একটি পত্রিকায় ছাপা হল সেটাই বার্নার্ড শ'য়ের জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা তখন তিনি পনেরো বছরের। চাকরিতে পদোন্নতি হল, যদিও চাকরিটা খুব একটা ভাল লাগত না,একদিন ভাবলেন চাকরি করে নিজের জীবনের আসল লক্ষ থেকে সরে যাচ্ছেন। দশ পাউণ্ড সঙ্গে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তখন সবে টেলিফোন চালু হয়েছে, সেখানেই নতুন চাকরি নিলেন, কোম্পানী বন্ধ হওয়ায় বার্নাড শ'য়ের চাকরিটা চলে গেল। তবে ওই চাকরির প্রতি এমনি কোনওদিন আলাদা ভালবাসা ছিল না, একদিক থেকে ভাল হল,মন একদম স্থির,আর চাকরি-বাকরি নয় লিখবেন,সাহিত্যিক হবেন। মাঝে মাঝে কিছু অর্থ পেতেন যদিও সংসার চালাবার জন্য যথেষ্ট নয়। ছয় বছরে লিখলেন পাঁচটি উপন্যাস, কিন্তু পরিতাপের ফলে একটি উপন্যাসও প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক পাওয়া গেল না। এইসময় বার্নাড শ নিয়মিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে পড়তেন। বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতেন। এভাবেই পেলেন সাংবাদিকতার চাকরি।

অভিমানে বিদায় অভিনেতার

যাত্রা জগতের দুর্ধর্ষ অভিনেতা রাখাল সিংহ। বহু শ্রেষ্ঠ উপাধি পেয়েছিলেন তিনি, আসরে তাঁর আবির্ভাব এক শিহরণ সৃষ্টি করতো। ঐতিহাসিক পৌরাণিক, সামাজিক পালায় প্রবলভাবে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রে, ব্যারিটোন গলার আওয়াজ, সেই রকম দেহ সৌষ্ঠব। রাখাল সিংহ এর জন্ম হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার আলম গঞ্জ এ, পিতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে র ১০ ই কার্তিক তাঁর জন্ম। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। খুব কম বয়সে মা বাবাকে হারান, ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় এবং স্কুলে নাটকে অভিনয় করতেন, অভিনয় এর আকর্ষণ বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। পালাকার শম্ভু বাগ এর হাত ধরে এলেন বোলপুর এর শ্রী দুর্গা অপেরা পার্টিতে, এখানে তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রশংসা পায় পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়, রাখাল সিংহ প্রথম সুযোগ পান সত্যম্বর অপেরা তে উৎপল দত্তের প্রশিক্ষণে জালিয়ানওয়ালাবাগ পালায় সৈফুদ্দিন কিঁচলু র চরিত্রে, এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে একে একে অভিনয় করেন লোকনাট্য, ভারতী অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, সত্যনারায়ণ অপেরা, নাগ কোম্পানি, নটরাজ অপেরা, রাজদূত অপেরা, দিগ্বিজয়ী অপেরা, যুগ যাত্রা ইত্যাদি দলে ভারতী অপেরায় প্রথম টপ আর্টিস্ট এর মর্যাদা পান তিনি, তাঁর বিখ্যাত যাত্রা পালা গুলি হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ, অজগর, কাজীর বিচার, একটি পয়সা, পদধ্বনি,রাত্রি ও রমণী,সোরাব রুস্তম, বধূ বরণ, রাজা হিরণ্যকশিপু, লঙ্কেশ্বর রাবণ, রাজা কংস, সূর্য পুত্র শনি, সম্রাট আলেকজান্ডার, তারকাসুর বধ, কালাপাহাড়, বিরহী সুলতান, সম্রাট আলাউদ্দিন, মহিষাসুর, কল্কি র হাতে কলির বধ, মাতৃহন্তা পরশুরাম কালিন্দী, জয়বাংলা, অভিমানী দুর্যোধন, রক্ত লোভী কসাই, রক্তাক্ত ফুলশয্যা, মীনা বাজার, বেইমান কাফুর খাঁ, সম্রাট বৃত্তাসুর, বেশ কয়েকটি যাত্রা পালা রচনা করেছেন। তিনি সেগুলো হলো রেশমি বেগম, রক্তে রাঙানো সিথি, ভাঙ্গনের তীরে এগুলো অভিনয় করেন মাধবী নাট্য কোম্পানি, নিউ তরুণ অপেরা, লোকশিল্প সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস কালিন্দী কন্যা, কে কার আপন। স্ত্রী গৌরী সিংহ এবং দুই পুত্র পুত্র বধূ নিয়ে ছিল তাঁর সংসার, সিনেমার শিল্পী দের টপ করে তার মতো বিখ্যাত অভিনেতা কে যখন পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেই আঘাত ছিল তীব্রতর, অভিমান ও হতাশা নিয়ে একদিন অনেক গুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা র পথ বেছে নেন বাংলার যাত্রা জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা রাখাল সিংহ। বুকে অনেক অভিমান নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

আলোর জগতকে তৈরি করতে হবে। অন্ধকার জগত তৈরি করে কোনও লাভ নেই। বিশ্বটা আলোচর মধ্যে অবস্থান করতে ভালোবাসে। যে দেশে যত বেশি আলো সেই দেশ তত বেশি উন্নত। সূর্য্যের আলোচ জগত সৃষ্টি করা ক্ষমতা রাখে। সূর্যকে সাধনা করতে হবে। সূর্য সাধনা করতে হলে জীবনকে আলোকময় করে তোলা অতি অবশ্যই কর্তব্য। এটা যিনি করতে পারেন তিনি ঋষি তুল্য। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা সূর্যের উপাসনা করতেন। তাঁরা সূর্য সাধনা করতেন। তার ফলে সূর্যের আলোকে জনজীবনে ব্যবহার করার উৎস পথ বের করতে চেষ্টা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে।মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে সারা ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার সুপরিকল্পনা রচিত করেছিলেন রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্রকুমার শীল

সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু মাত্র বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তিনি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করে বহু নিবদ্ধ রচনা করে ইংরজেদের চেখে রাজশত্রুকে পরিণত হন। তবে বাংলা বাইরে সশস্ত্র সংগ্রামকে উপস্থিপিত করেন রাসবিহারী বোস। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বিপ্লবীরা। যদিও সেই সব পদক্ষেপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ সরকারকে ভাবতে হয়েছিল যে ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে গেলে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের একেবারে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ট হত্যা অভিযান। এটা বড় রকমের দুঃসাহসিক অভিযান। সমগ্র ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে আসতে হবে বিপ্লবী বাঘা যতীনের বালেশ্বের সংগ্রামের ঘটনায়। বালোসোরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সংগ্রাম বাংলার বিপ্লবীদের সাহস জুগিয়ে ছিল। এরপরে আসতে হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায়। সেখানে মাস্টারদা সূর্য সেন যেভাবে সেনা বাহিনী নির্মাণ করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিল তা কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহস দিতে থাকে। তারপরে রয়েছে ভগৎ সিংয়ের আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ। এটা শেষ না হতেই আবার শুরু হল লর্ড আরইউনের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যা গান্ধিজির মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল। এর আগে ঘটে গিয়েছে দিল্লিতে বসন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা পরিকল্পনা। খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। মাস্টার মাইণ্ড বিপ্লবী রাস বিহারী বোসকে ধরা যায়নি। কিন্তু অবোধ বিহারী, আমির চাঁদ এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়েছিল। এর আগে ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলা ১৯০৮ সালে শুরু হয়েছিল। মামলায় অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়। যদিও পরে হাইকোর্টে আপিল করে ফাঁস রদ হয়ে দ্বীপান্তরের সাজা হয়। গান্ধির অহিংসা আন্দোলন ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছিল অনেক পড়ে। তখন ভারত তথা বাংলা বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ নির্মাণ করতে পারছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তারপরে ধীরে ধীরে গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসার প্রবেশ করিয়েছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করেই। কংগ্রেসে যদি গান্ধিজি ঠাঁই না হতো তাহলে কিন্তু গান্ধিজির সত্যাগ্রহ, অসহযোগ বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতো না কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ গান্ধিজির প্রতিটি আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিলেন একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে। আর বিপ্লবী আন্দোলন বা সংগ্রামের পাশে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ছিল না। সেখান বিপ্লবীদের নিজেদের শক্তির ওপরে ভরসা করে লড়াইতে জিইয়ে রাখতে হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন খুবই গোপনে করতে হয়েছে। এবং এই বিপ্লবী আন্দোলনকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইরেজ শাসকেরা গোড়ায় আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের ধরে ধরে গ্রেফতার করতে শুরু করে। কিন্তু কত বিপ্লবী সমিতির সদ্যসদের ধরে ধরে গ্রেফতার করবে ইংরেজ পুলিশ। পরে তাদের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইতিমধ্যে কলকাতায় ঘটে গেল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন (১৯১৪)। সেই অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হতে থাকলো বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের কাছে। কলকাতার পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট তৎপরতার সঙ্গে রডা কোম্পানির অধিকাংশ অস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন। ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গান্ধিজি। তিনি তাঁর অহিংসা মন্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করার ইচ্ছাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তখন গান্ধিজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়তে কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত না করতেন তাহলে সুভাষচন্দ্র বোসের মতো তরুণ কংগ্রেস দল পেত কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে ভারতের স্বদেশি আন্দোলনকারীদের কাছে সুভাষ সমাদর লাভ করতে শুরু করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বিতারিত হওয়ার ফলে ছাত্র সমাজে বিশেষ করে বাংলার তরুণ সমাজের কাছে তিনি তখন বলতে গেলে একজন হিরো। বিপ্লবীরাও অপেক্ষা করেছিল এই রকম একজন ছাত্র নেতা পাওয়ার জন্য। বাংলার সংগ্রামকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলতে সুভাষের মতো সাহসী তরুণ খুবই প্রয়োজন

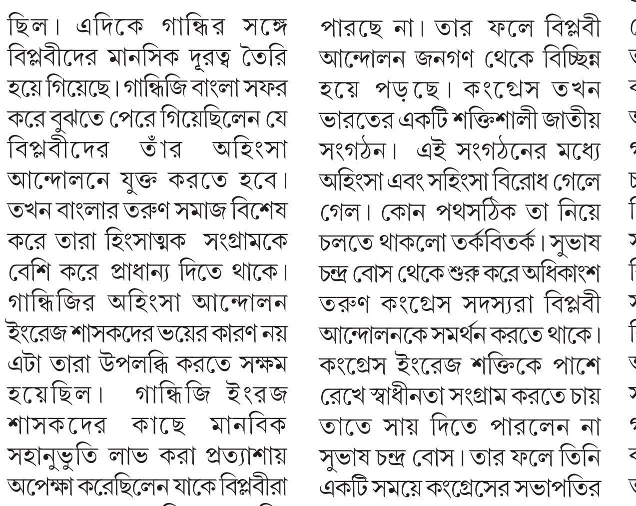

ছিল। এদিকে গান্ধির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। গান্ধিজি বাংলা সফর করে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের তাঁর অহিংসা আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তখন বাংলার তরুণ সমাজ বিশেষ করে তারা হিংসাত্মক সংগ্রামকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকে। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের ভয়ের কারণ নয় এটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধিজি ইংরেজ শাসকদের কাছে মানবিক সহানুভুতি লাভ করা প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিলেন যাকে বিপ্লবীরা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তার ফলে গান্ধিজির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব দেখা দিতে শুরু করে। গোপীনাথ সাহা কলকাতা পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট ভেবে একজন নিরীহ ইংরেজ আনের্স্ট ডে'কে হত্যা করলেন। তাতে কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধি খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি বারবার একটি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে কয়েকজন ইরেজ শাসকদের হত্যা করে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। ইংরেজ প্রশাসকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকলে ইংরেজরা তখন নিরীহ ভারতবাসীদের ওপরে অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকবে। তাতে রক্তক্ষয় হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না। সেই কারণে গান্ধিজি বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে এমন একটি সংগ্রাম করতে হবে যেখানে সবার অংশ গ্রহণ থাকবে। লড়াই হবে সম্মুখে। পিছন থেকে কোনও লড়াই সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিপ্লবীরা পিছন থেকে সংগ্রাম করছে। তাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বস্তরে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছে না এবং জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারছে না বা বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে ধরতে পারছে না। তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কংগ্রেস তখন ভারতের একটি শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে অহিংসা এবং সহিংসা বিরোধ গেলে গেল। কোন পথসঠিক তা নিয়ে চলতে থাকলো তর্কবিতর্ক। সুভাষ চন্দ্র বোস থেকে শুরু করে অধিকাংশ তরুণ কংগ্রেস সদস্যরা বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। কংগ্রেস ইংরেজ শক্তিকে পাশে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে চায় তাতে সায় দিতে পারলেন না সুভাষ চন্দ্র বোস। তার ফলে তিনি একটি সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে গেলেন। এবং জাপানে রাস বিহারী বোসের পথকে অনুসরণ করতে থাকলেন। সুভাষ বোস কংগ্রেস ত্যাগ করে যখন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন তখন রাস বিহারী বোস জাপানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সুভাষ বোসের কাছে সেই খবর এসে পৌঁছাতে শুরু করে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র বোস থাকলে তিনি সব সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করে এসেছেন। মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিপ্লবীদের সমর্থন করছেন। ১৯২৯ সালে এপ্রিল মাসে আইনসভায় বোমা বিস্ফোরণ হলে তাতে ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়ে উঠেছিল। গান্ধিজি বিপ্লবীদের এই ধরনের আচরণে নিন্দা করতে শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতার নামে বোমা নিক্ষেপকারীরা বোমা ছুঁড়েছেন সে স্বাধীনতার তাঁরা সম্মানহানি করেছেন।' তিনি আরও লেখেন, 'এমনকী গোপনেও এই কাজের প্রতি কোনো রকম অনুমোদন জানানো কংগ্রেসিদের পক্ষে উচিত হবে না'। তিনি জানান যে সরকার সঠিক সময়ে সসম্মানে জাতীয় দাবিগুলি মেনে নিয়ে বোমার ব্যবহার রুখতে পারতো।' অতএব গান্ধিজি ভগৎ সিং-এর কাজকে পাগলামি বলে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে জাতির স্বার্থে তাকে ব্যবহার করেন।' অন্য দিকে জওহরলাল নেহরু বড়োলাটকে জানান,'যে তরুণরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁদের দ্বার্থহীনভাবে নিন্দার কথা বলা উদ্ভট'। বোমা বিস্ফোরণে সঙ্গ মস্কোকে যুক্ত করার শাসকদের প্রচেষ্টা তাকে বিদ্রুপ করেছিলেন তিনি। নেহরু ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিবৃতি কংগ্রেস বুলেটিনে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে গান্ধিজির ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল। নেহরু গান্ধির কাছে ক্ষমা চেয়ে লেখেন,'আমি দুঃখিত যে ভগৎ সিং এবং দত্তের বিবৃতি কংগ্রেস বুলেটিনে ছাপানোর আপনি অনুমোদন করেননি'। নেহরু কখন গান্ধিজির সিদ্ধান্তের ওপরে কলম চালাতেন না। তবে তিনি লিখেছিলেন যে 'কারণ সাধারণতভাবে কংগ্রেস মহলে বিবৃতিটি দারুণ সমাদর পেয়েছে'। সুভাষের কাছে আইনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল,' বিপ্লবী আন্দোলনের দৃশ্যমান প্রকাশ'। এই সময় থেকে বিপ্লবীদের চিন্তার সঙ্গে গান্ধিজির চিন্তার ফারাক ঘটতে শুরু করে দিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে ভগৎ সিং এবু বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেফতার হলেন এবং তাদের সঙ্গীসাথীদের তল্লাশি করতে শুরু করে দিল ইংরেজ পুলিশ বাহিনী। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সব গ্রেফতার হওয়ার সব বিপ্লবীদের বিচার করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবীদের সংগ্রাম এখানেই থেকে থাকেনি। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এই ধর্মগট গোটা দেশের নাগরিকদের সহানুভূতি লাভ করে। সেই সময়ে গান্ধি নিরবতা পালন করেছিলেন। এমনকী নেহরুতে একটি লেখা চিঠিতে এই আন্দোলনকে 'অবান্তর প্রদর্শন' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সময় যতীন দাসের শহীদ হওয়ার ঘটনায় সমগ্রা জাতি উদ্বেলিত হয়ে গিয়েছিল। নেহরু পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি একটি কথাও সেই সময়ে ব্যয় করেননি। তিনি এই প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু জেলের মধ্যে অনশনকারীদের দেখতে যান এবং সকলের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ব্যাপরে নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন যে 'আমাকে তাঁরা জানান যে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিণতি যাই হোক না কেন, তাঁর তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন'। ১৯২৯ সালে আগস্ট মাসের ৯ তারিখে লাহোরের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেহরু ধান্দাবাজ ও স্বার্থপর কংগ্রেসিদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ অনশনকারী বন্দিদের তুলনা করে বলেছিলেন, 'এই সাহসী তরুণরা জেলের ভিতরে যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তার গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে। আত্মত্যাগের জন্য জনগণের কাছ থেকে প্রশস্তি ও শিরোপা পাওয়ার জন্য তাঁরা লড়ছেন না। কংগ্রেসিদের দুর্ভাগ্যজনক কলহ ও কংগ্রেসের মধ্যে অভ্যর্থনা কমিটিগুলিকে পদপ্রাপ্তির জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে এর কী বৈপরিত্য। কংগ্রেসিদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের কথা শুনে আমার দারুণ লজ্জা বোধ হয়। বিপরীতে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই তরুণদের আত্মত্যাগ দেশে মন ততটাই খুশিতে ভরে ওঠে।' তিনি জনগণকে এদের পথ অনুসরণ করে দেশকে বিদেশি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করার আবেদন পেশ করেছিলেন,'এই রকম আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশকে বিদেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে' হবে। বিপ্লবী যতীন দাস তাঁর কঠোর পরীক্ষার ৬৩ তম দিনে পরলোকগমন করেছিলেন। নেহরু পরে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে 'যতীন্দ্রের মৃত্যু গোটা দেশে সাড়া ফেলে দেয়। এই ঘটনার ফলে রাজনৈতিক বন্দিদের চিকিৎসার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে।' সুভাষ চন্দ্র বোস অনশনকারীদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং তার ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী মামলা চালায়।

মির্জা ফখরুল প্রধান উপদেষ্টার আশাহত বক্তব্য

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বক্তব্য রাখছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছবি, ভিডিও থেকে নেওয়া তিনি বলেন, ৩১ দফায় আমরা সব সংস্কারের বিষয় তুলে ধরেছি। ঘুস ও দুর্নীতি দূর করতে না পারলে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হবে না। ছাত্ররা চাইবে সবকিছু পরিবর্তন করতে,আমরা তো জানি কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া ভাষণে নির্বাচনী রূপরেখা না থাকায় হতাশ হওয়ার কথা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গত সোমবার১৮ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনিএ মন্তব্য করেন। মজলুম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে দলটি।

মির্জা ফখরুল বলেন,অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্যে অনেকে আশান্বিত,তবে আমি একটু আশাহত হয়েছি। আশা করেছিলাম, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় তার সমস্ত প্রজ্ঞা দিয়ে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নির্বাচনের রূপরেখা দিবেন।

অন্তর্বতী সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,দ্রুত নির্বাচন হলেই দেশের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা দেখেছি, ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিনের আমলে কিংস পার্টি করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল তারা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা থাকায় কোনো ম্যান্ডেট নেই,তেমন কোনো শক্তি নেই। তাই যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সংস্কার শেষ করে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহবান জানান তিনি। তা না হলে মানুষ ভাববে দীর্ঘদিন ক্ষমতার থাকার চেষ্টা করছেন আপনারা,যেমন করেছিলেন ফখরুদ্দিন -মঈনউদ্দিন।

তিনি বলেন,৩১ দফায় আমরা সব সংস্কারের বিষয় তুলে ধরেছি। ঘুস ও দুর্নীতি দূর করতে না পারলে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হবে না। ছাত্ররা চাইবে সবকিছু

পরিবর্তন করতে,আমরা তো জানি কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবে। আমি কেন বার বার নির্বাচনের কথা বলছি-এমন প্রশ্ন রেখে মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন দিলেই আমার অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়,সেখানে নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসুক আর না আসুক। যারা দেশের ক্ষতি করতে চাচ্ছে, অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চায়,তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে।কারণ নির্বাচিত সরকারের পিছনে জনগণের সমর্থন থাকবে। আমরা সংস্কার চাই, করব, তবে সেগুলো যেন সুন্দর হয়,সবার কাছে যেন গ্রহণযোগ্য হয়, সেভাবে এগিয়ে যান এটাই অনুরোধ।

মওলানা ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের বটবৃক্ষ। তার উত্থান হয়েছিল সাধারণ পরিবার থেকে। তার অধীনে আমরা বসবাস করেছি। মানুষকে মহিমান্বিত করার মাধ্যমে তিনি সামনে চলে আসেন।

সংযোজনে রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ বাংলাদেশের সঙ্গে ভরত সরকার সব সময়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে। তবে বাংলাদেশের যে ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার ওপরে ভারত সরকার কড়া নজর রাখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনও রকম হতাশজনক বক্তব্য রাখেননি। তিনি আশা প্রকাশ করছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ স্থিতিশীল হবে এবং নির্বাচন করে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার শাসন ভার গ্রহণ করবে। তবে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে যে রকম ব্যবসাায়িক সম্পর্ক রয়েছে তা বজায় থাকবে। সেখানে কোনও রকম চিড় ধরবে না বলে ভারত বাংলাদেশের বণিক সভার সদস্যরা মনে করেন। ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবসা ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁতুরঘর 'চান্না আশ্রম'

এক বেলায় ঘুরে আসুন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁতুরঘর পূর্ব বর্ধমানের গলসীর 'চান্না আশ্রম'

আপনাদের নিয়ে যেতে চাই বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁতুরঘর 'চান্না আশ্রম'। ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশ ও দেশবাসী-কে রক্ষা করতে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চন্দন গাছের জঙ্গলে ঘেরা খড়ি নদীর পারে গলসীর চান্নাগ্রামে ১৯০৭ সাল নাগাদ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে শ্রীমৎ স্বামী নিরালম্ব প্রতিষ্ঠা করেন এক আশ্রম যা পরবর্তীকালে চান্না আশ্রম নামে খ্যাতি লাভ করে। তৎকালীন সময়ে এই আশ্রমই ছিল ভারত তথা বাংলার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন ডেরা। এই আশ্রমে বসেই তৎকালীন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিপ্লবীরা রাতের পর রাত গোপন সভা করতেন। সেই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী এই আশ্রম আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলিত অবস্থায় পরে আছে। পূর্ব বর্ধমানের গলসীর চান্না আশ্রম বিপ্লবীদের আতুরঘর দু'চালার ছোট্ট খড়ের চালের মাটির ঘরটি কালের সাক্ষী হিসাবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখন যদিও সেই ভিটেতে ঘুরে যায় গরু, ছাগল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ যেখানে নিহিত রয়েছে সেই জায়গাই এখন অনাদরে অবহেলায় ভেঙে পড়ছে।

চান্না গ্রামের একপ্রান্তে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন এই আশ্রম। যার ভৌগোলিক অবস্থানও কিন্তু নজরকাড়া। মনে করা হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবিধার জন্যই তৎকালীন এই নির্জন জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ভেবে চিন্তেই। চন্দন গাছের জঙ্গলে ঘেরা এই আশ্রম এলাকা চন্দনা নামে পরিচিত ছিল।

বেনাপোল থেকে বাংলাদেশে ভারতীয় চাল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

যশোর জেলায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। রবিবার দিবাগত রাতে ভারত থেকে চালবোঝাই তিনটি ট্রাক স্থলবন্দরের ট্রান্সশিফমেন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করে। যশোরের মাহাবুবুল আলম ফুড প্রোডাক্ট নামের একটি

আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রথম চালানে তিনটি ট্রাকে১০৫টন (একলাখ৫ হাজার কেজি) নন-বাসমতি চাল আমদানি করেছে। আমদানিকারকের আরও একশ' টন চাল বেনাপোল বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় পাইপ লাইনে আছে।

বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে চাল খালাসের দায়িত্বে রয়েছে সিএন্ডএফ এজেন্ট হোসেন অ্যান্ড সন্স। সিএন্ডএফ এজেন্টের ম্যানেজার জিয়াউর রহমান জানান, আমদানিকৃত চালের মূল্য ৪৫ হাজার ১৫০ মার্কিন ডলার।যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৪লাখ১৮ হাজার টাকা। আমদানি করা প্রতি কেজি চালের দাম পড়েছে প্রায় ৫২ টাকা। সেই সাথে রয়েছে এলসি খরচ, এক্সপোর্ট খরচ, পরিবহন, বন্দরের ভাড়া, ব্যাংক খরচসহ অন্যান্য খরচ। সেই হিসেবে প্রতি কেজি চালের মূল্য দাঁড়ায়৫৫ টাকা। আমদানিকারকরা জানান, দেশের বাজারে চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ফলে গতকাল রবিবার থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ভারতও চাল রপ্তানিতে মূল্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় আমদানি বাড়বে। দেশের বাজারে চালের দাম দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবে। চাল আমদানিকারক ২৪জনের মধ্যে ১২জন যশোর এলাকার আমদানিকারক এবং তারা৭৩ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং ১৯হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। বেনাপোল চেকপোস্ট উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপসহকারী হেমন্ত কুমার সরকার জানান, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মাহাবুবুল আলম ফুড প্রোডাক্টস প্রথম চালানে ১০৫মেট্রিক টন চালের আইপি সার্টিফিকেট নিয়েছে। এই আমদানিকারকের আরও একশ' মেট্রিক টন চাল বেনাপোল বন্দরে প্রবেশের কথা রয়েছে। ২০২৩ সালের২০ জুলাই দেশের বাইরে সিদ্ধও আতপ চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত। তবে আবার নতুন করে চাল আমদানি রপ্তানির কাজ শুরু হয়েছে। আমদানিকৃত চাল অন্য কোনো

ঐতিহ্য মণ্ডিত পৌষমেলা এবার পরিবেশবান্ধব মেলা মেলার মাঠেই

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৯ নভেম্বর ঃ উনিশের পর ফের ঐতিহ্য মণ্ডিত পৌষমেলা এবার পরিবেশবান্ধব মেলা হতে চলেছে পূর্ব পল্লীর মেলার মাঠে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেন, পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত মিলে এ্যাপারে আলোচনা হল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদিনের আলোচনার পর ভার প্রাপ্ত উপাচার্য জানান, পরিবেশ বান্ধব মেলা হবে। তবে ক'দিনের হবে এখনই বলা সম্ভব নয়। এক্সিকিউটিভ কমিটির কাছে অনুমোদন নিতে হবে। মেলা শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট করবে। বিশ্বভারতী সাহায্য করবে। পাশাপাশি, পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি আমাদের পাশে থাকবেন। মৌখিকভাবে জেলা প্রশাসনের সাথে কথা হয়েছে। লিখিত আকারে আমরা চিঠির আদানপ্রদান করবো। পরিবেশ বিদ সুভাষ দত্ত বলেন, আদালত নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কল্যাণ রুদ্র, রাজ্যের প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্র এবং পরিবেশ কর্মী হিসেবে আমি সুভাষ দত্ত শান্তিনিকেতন মেলার পর্যবেক্ষণ কমিটির আজীবন সদস্য। তবে, পর্যবেক্ষক হিসেবে নয়, একটি টিম হিসেবে আমরা কাজ করবো। রাজ্য প্রশাসন সহ পর্যবেক্ষণ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার ইতিবাচক কথা হয়েছে। তবে এবার মেলায় প্লাস্টিক মুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত শব্দ সম্প্রচার, বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা সহ সুন্দর এক পরিবেশ বান্ধব মেলা হতে চলেছে। ২০১৯ সালের পর এই ঐতিহ্যবাহী মেলা নিয়ে অনেকেই আশাবাদী। ব্যবসায়ী সংগঠনের আশা এবার ছয় দিনের মেলা হবে। তবে সপ্তম দিনে প্রশাসন সেই মেলা তুলে দেবে। এবার মাঠ পরিস্কার পর্বে সকলের সাথে থাকবেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য জানান, এই পৌষ মেলা শুধু বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের ভাবলে ভুল হবে। সকলের দায়িত্ব এই মেলাকে সুষ্ঠভাবে চালানোর জন্য সহযোগিতা করা। এবারের মেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি কঠোরভাবে মানা হবে। রাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শব্দ অনুষ্ঠান হবে ঘেরা জায়গায়। সেক্ষেত্রে শব্দ দূষণবিধি মানা হবে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, গ্রীন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মাফিক পরিবেশ বান্ধব মেলা হবে। আগে যে নিয়মগুলো নির্দেশিকা হিসেবে থাকত, এবার সেটা কার্যকরী হবে।

মালদার মানিকচক ঘাটে ভাঙন, আতঙ্কে দিশেহারা স্থানীয় মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ নভেম্বর ঃ মন্ত্রীর পরিদর্শনের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মালদার মানিকচক ঘাটে আচমকা ভাঙন শুরু হল। গঙ্গার এক কিলোমিটার অংশ জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। মঙ্গলবার ভোররাত দুটোয় শুরু হয়ে ভোর পর্যন্ত ভাঙন চলে। ওই এলাকায় নদীর ধারে প্রচুর অস্থায়ী দোকান ছিল। ভাঙনের ফলে সব নদী গর্ভে চলে গেছে।

যার জেরে হাহাকার পড়ে গেছে গোটা এলাকায়। গঙ্গার গর্জন শুনে সোমবার রাতেই স্থানীয়রা নদীর পারে ছুটে যায়। রাতের অন্ধকারেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের দোকানপাট সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। খবর পেয়েই প্রশাসন ও পুলিশ পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও হাজির রয়েছে। গঙ্গার ভাঙনকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক শুরু হয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে। উল্লেখ্য, সোমবারই মালদার মানিকচক ও রতুয়ার ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুস্কৃতি গ্রেপ্তার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর ঃ জাতীয় সড়কে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিনজন দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি রিভলবার, দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সোহেল কাজি, শেখ হানিফ, হায়দার আলি মল্লিক, এরা সকলেই বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার পুলিশ বর্ধমান আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবরের পেয়ে সোমবার গভীর রাতে বর্ধমান থানার পুলিশ বর্ধমান-তালিত রোডের গ্যাস গোডাউনের কাছে অভিযান চালিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্য জোড়ো হওয়া তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করে নেয় তারা রাস্তায় চুরি ও ডাকাতির কাজে যুক্ত। এদের বিরুদ্ধে জেলার অন্যান্য থানায় ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সরকারি জায়গায় দোকান ঘর নির্মানের অভিযোগে সরকারি নোটিশে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বড়শুলে সরকারি বাসস্ট্যান্ডে নবনির্মিত দোকান ঘর তৈরীতে সরকারি নোটিশ জারি ঘটনায় চাঞ্চল্য মঙ্গলবার! ঘটনায় সমালোচনার ঝড় স্থানীয় এলাকায়। নোটিশ টাঙ্গানো হলো বাসস্ট্যান্ডে থাকা বিভিন্ন নবনির্মিত দোকানগুলোতে। নোটিশে উল্লেখ করা হয় বাজেসালপুর মৌজার ৭৩৮ এবং ৭৪০ দাগ দুটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর জায়গা। উক্ত দাগ দুটি যে সকল ব্যক্তি নির্মাণ কার্যের সাথে যুক্ত তাদের উপযুক্ত কাগজ সহ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে দেখা করতে হবে। নতুবা আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে বর্ধমান দুই ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবজ্যোতি দাস জানান, আমরা জানতে পারি সরকারি বাস স্ট্যান্ডে নির্মাণ কার্য হচ্ছে! আপাতত বিষয়টা জানার জন্য নোটিশ দ্বারা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন দপ্তর মারফত খোঁজ নিয়ে দেখেছি সেটা একটা সরকারি জায়গা। যে সংস্থা বা যারা কাজ করছেন তাদের বলা হয়েছে উপযুক্ত কাগজ সহ আমার সাথে দেখা করতে। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানান, যে সরকারি জায়গা অধিগ্রহণ করবে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা খবর পেয়ে আজ আলোচনা করেছি নির্দিষ্ট বিএলআরও দপ্তরের সাথে। যে দোষী হবে ব্যবস্থা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা সভাধিপতি।

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে বেরিয়ে সোজা বাঁকুড়া, নাবালিকার রহস্যমৃত্যুতে গ্রেফতার প্রেমিক-বাবা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ নভেম্বর ঃ পুজো দিতে যাওয়ার নাম করে ডোমজুড়ে থেকে সোজা বাঁকুড়া। সেখানেই মৃত্যু হল হাওড়ার এক নাবালিকার। কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাদের মেয়েকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করল ছাতনা থানার পুলিস। ডোমজুড়ের ওই নাবালিকাকে খুনের অভিযোগে বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ধগড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার নাবালিকার প্রেমিক রাহুল বাউড়ি ও তার বাবা ধীরেন্দ্রনাথ বাউড়ি। অভিযোগ ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মেয়েকে। তার পরেই ঘটে যায় মারাত্মক ঘটনা। পুলিস সূত্রে খবর, গত ১৫ নভেম্বর হাওড়ার ডোমজুড়ে নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে দক্ষিনেশ্বরে পুজো দেওয়ার নাম করে বের হন প্রেমিক রাহুল বাউরী। পরের দিন নাবালিকার পরিবার জানতে পারে ওই নাবালিকাকে নিয়ে রাহুল বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ধগড়ায় নিজের বাড়িতে গেছে। সেখানেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় নাবালিকাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। জানতে পেরে পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে গিয়ে দেখেন নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। মেয়ের ওই অবস্থা দেখে তাজ্জব হয়ে যায় পরিবারের লোকজন। তারপরই তারা প্রেমিক রাহুল বাউড়ি ও তার বাবার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে খুনের অভিযোগ তুলে ছাতনা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রেমিক রাহুল ও তার বাবাকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করছে পুলিস।

হাসপাতালে থেকে পালাল বন্দি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। হাসপাতালের বিছানা সাজানো-গোছানো রয়েছে কিন্তু বন্দি পালানোর ঘটনায় হাসপাতালে যথেষ্ট চাঞ্চল্য। নিরাপত্তা নিয়েও উঠল প্রশ্ন? জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অলয় বিশ্বাস (৩৫) নামে ওই বন্দি মঙ্গলবার ভোর ৪টা নাগাদ জলপাইগুড়ি মেডিকেল ও কলেজে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা চলছে। অলয় জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ি লাগোয়া ভক্তিনগর থানা এলাকায় বাসিন্দা বলে জানা গেছে। মাস ছয়েক সে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিল। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেল সার্জিক্যালে ভর্তি ছিলেন। হার্নিয়া অপারেশনের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত দুজন জেল পুলিস পাহারার পাশাপাশি হাসপাতালে নিরাপত্তা কর্মী এবং অন্যান্য পুলিস কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কী করে বন্দি পালায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

সিনিয়ারডি.এস.টি.ই., পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বপ্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫১১-**এর অধীনে **টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৩৭/২৪-২৫/আরআরএসকে** সম্পর্কিত **সংশোধনী।** শিডিউল আইটেম নম্বর ৩০-এর ইউনিট 'মিটার'-এর পরিবর্তে **'টি'** পড়তে হবে। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (SDAH-237/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT No:-WB HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-061/5 th SFC(Tied)/2024-25 Sl. No:-01, Dated:-19/11/2024, 2) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-062/15 th CFC(Tied)/2024-25 Sl. No:-01, Dated:-19/11/2024, Bid submission date:- **20/11/2024 to 10:30 AM** and End of Bid Submission:- **26/11/2024 at 03:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **28/11/2024 at 3.10 PM.** And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে রুফ টপ সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/২৫ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৪, **কাজের নামঃ** গুয়াহাটিতে ঃ গুয়াহাটি এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, এলসি গেটের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯,৩৭,৪২,৩০৬ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৬,১৮,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ২, **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৫, **কাজের নাম ঃ** নিউ গুয়াহাটিতে ঃ নিউ গুয়াহাটি এরিয়ায় বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টার ও এলসি গেটের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১০,১৩,২২,৭৫৭.২০ টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৬,৫৬,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ৩, **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৬, **কাজের নাম ঃ** নিউ গুয়াহাটি ও নারেঙ্গি এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়ার রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৩,১১,৬০,৫৬২ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৮,০৫,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ৪, **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৭, **কাজের নাম ঃ** আমিনগাঁও এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়া ইত্যাদির রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,৭১,৬৮,৯৫৯ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৫,৩৫,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ৫, **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৮, **কাজের নামঃ** পাণ্ডুতেঃ পাণ্ডু এরিয়ায় বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টারের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১০,৬৯,৮৮,৮৬৫ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৬,৮৫,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ৬, **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৯, **কাজের নামঃ** পাণ্ডুতেঃ পাণ্ডু এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়ার রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৪,১৮,৪৮,৭৫৬ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৮,৫৯,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কমবে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ আমদানি বাড়তে শুরু করায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কমবে। একই সঙ্গে আলু ও শীতের সবজির যোগান বাড়তে শুরু করায় সেগুলির দাম নিয়ন্ত্রমে আসবে বলে রাজ্য সরকার নিযুক্ত টাস্ক ফোর্স আশ্বাস দিয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আজ কলকাতার তিনটি বাজার মানিকতলা, বাগমারি এবং গুরুদাস পুর বাজার পরিদর্শন করেন। সেখানেকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, ইতিমধ্যেই কয়েকটি বাজারে নতুন করে পেঁয়াজের যোগান আসতে শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে দামের কিছুটা ফারাক হচ্ছে। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে সব বাজারেই কম দামে পেঁয়াজ ঢুকবে। ফলে দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তিনি আরও বলেন অনেক বাজারেই এখনও নতুন আলু আসেনি। ব্যবসায়ীরা ৩০-৩২ টাকা কেজি দরে আলু কিনছেন। তবে আগামী কয়েকদিনে সেই ছবি পাল্টে যাবে। আস্তে আস্তে প্রায় সব বাজারেই শীতের ফসল চলে আসবে। তখন দাম কমবে। আলু-পেঁয়াজের মতো শীতের মরসুমের অন্যান্য সবজির ক্ষেত্রে পাইকারি দামের সঙ্গে খুচরোর খুব বেশি হেরফের নেই বলে টাস্ক ফোর্সের দাবি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৬৫, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ১৫২৪৫০৮১;** সিএনসি সার্ফেস হুইল লেদ ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১৭,১৮,৪৮০ টাকা এবং ০৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ০৮২৪১০৫২;** ৩০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার বয়লার; ০ টাকা; ১,৪০,৭৭০ টাকা. **৩; ১৫২৪৫০৮৩;** সিএনসি ভার্টিকল টারিট লেদ ইত্যাদি প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৫,৮১,১০০ টাকা এবং ০৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। **৪; ১৬২৪৫০৮৬;** এসসিএডিএ-এর প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৭,২৩,০৫০ টাকা এবং ০৫.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ০৪২৩৫০২৩এ; অ্যানেক্সচার-XI ও XII ও X** অনুযায়ী হাইড্রলিক, নিউমেটিক ও ইঞ্জিন হোস (৮০ আইটেম)-এর সেট; ০ টাকা; ৩,২৬,৩২০ টাকা। **৬; ০৪২৪৫০২৫;** সংযোজিত অ্যানেক্সচার-এ অনুযায়ী ২৫ টন (ইউনিভার্সাল) জামালপুর জ্যাক (৫ আইটেম সম্বলিত ১ সেট)-এর ইলেক্ট্রিক্যাল আইটেমসমূহের সরবরাহ ও ফিটমেন্ট; ০ টাকা; ৫,৬৮,৫৭০ টাকা। **৭; ০৮২৪১৬৯৩;** এলএইচবি জাতীয় নন-এসি ইওজি কোচের জন্য ৯ কেভিএ, ৭৫০ভি/৪১৫ভি/১৯০ভি, ৩-ফেজ ড্রাই টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার প্রাপ্তি;০ টাকা; ১,১৩,৫৭০ টাকা। **৮; ১৫২৩৫১৫৪;** এএমসি সমেত অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন; ০ টাকা; ৭,০২,১৬০ টাকা। **৯; ১৯২৪৫০৩৬;** মোটর অ্যাসেম্বলি সহ রেডিয়েটর ফ্যান ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,২৭,৪৩০ টাকা। **১০; ২০২৪২১৯০;** অটো ড্রপিং ডিভাইস-এর সংস্থান সহ ৩ ফেজ ইএমইউ প্যান্টোগ্রাফ-এর জন্য উপযুক্ত মেটালাইজড্ কার্বন স্ট্রিপস;০ টাকা; ২,২২,২৪০ টাকা। **১১; ২১২৪১৪৮৬;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য স্প্রিঙ্গার (ইনার) ইত্যাদির প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,৬০,২৫০ টাকা এবং ০৯.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৫ থেকে ১১-এর জন্য)। **১২; ১৫২৪৫০২৭এ;** ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি ফিয়াট বগি ফ্রেম মেশিনিং সেন্টার ইত্যাদির সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৩; ২১২৪১২৯৮;** টপ সাইড বিয়ারার লাইনার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,৩০,৯৫০ টাকা। **১৪;২১২৪১৫৩২এ;** নিউ ডোরওয়ে স্টিফনার ক্রসবার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৮,৫২,৭৭০ টাকা। **১৫; ২১২৪২০৮৫;** লক লিফ্ট লিভার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ০ টাকা; ২,৬৩,৯৩০ টাকা এবং ১২.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৩ থেকে ১৫-এর জন্য)। **১৬; ১১২৪১১২৪;** বগি বোলস্টার; ০ টাকা; ১,৬৭,২০০ টাকা এবং ১৪.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৭; ১৫২৩৫১৩০;** অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৩,৪৫,১৫০ টাকা। **১৮; ২১২২৫০২৬বি;** বিজি বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন-এর জন্য ফ্রিকশন ডাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ কাসনাব-২২ এইচএস কাস্ট স্টিল বগি ইত্যাদি; ০ টাকা;২০,০০,০০০ টাকা এবং ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৭ ও ১৮-এর জন্য)। **১৯; ১০২৪২২৮৩;** পি৭/জি৯ লোকো সমূহের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,৪৫,৬২০ টাকা এবং ১৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-57/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below: Website: **wbtenders.gov.in**

SL NO	NIET	Fund	Last Date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-16/2024-25	5th SFC	26.11.2024 upto 6.55 pm
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-17/2024-25		
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-18/2024-25		
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-19/2024-25		

Sd/-
Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

খড়গপুর ডিভিসনের বাণিজ্যিক বিভাগের অধীনে ক্যাটারিং এবং এমপিএস ইউনিটসমূহের ই-টেন্ডার এবং ই-নিলাম

ই-টেন্ডার অ্যান্ড ই-নিলাম নোটিস নংঃ কেজিপি/ক্যাটারিং-এমপিএস/২০২৪ তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে ● ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনের খড়গপুর (২টি) এবং মেদিনীপুর (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিটের স্টলসমূহে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করার জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। এনআইটি খোলার তারিখ ও সময় যথাক্রমে ২৯.১১.২০২৪ বিকেল ৩টেয়। ● **ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৪-২০-এর** মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে হাউর (১টি), আন্দুল (১টি), কোলাঘাট (১টি), আবাদা (১টি), বাউড়িয়া (১টি), আমতা (১টি) এবং মৌরীগ্রাম (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এবং দুপুর ১টা। ● ক্যাটালগ নং ঃ কেজিপি-এমপিএস-২৪-১২-**এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (৩টি), বালিচক (১টি), কাঁথি (২টি), রামরাজাতলা (১টি), এবং পাঁশকুড়া (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে এমপিএস ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এবং দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। ● ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৪-২১-**এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে ঝাড়গ্রাম (২টি), বাহানগা বাজার (১টি), ঘাটশিলা (২টি), গালুডি (১টি), রামনগর বেঙ্গল (২টি), গিধনি (১টি), ধলভূমগড় (১টি), দেশপ্রাণ (১টি), চাকুলিয়া (১টি), বেলদা (১টি), জলেশ্বর (১টি) এবং হলদিপদা (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১১টা এবং দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। ● ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-এমপিএস-২৪-১৩-**এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে বেলদা (১টি), দাঁতন (১টি), জলেশ্বর (২টি), চাকুলিয়া (১টি), মারকোনা (১টি) এবং বাস্তা (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে এমপিএস ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এবং দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। ● ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৪-২২-**এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে ঠাকুরতলা (১টি), রাজালুকা (১টি), নেকুড়সেনী (১টি), দাঁতন (১টি), নাচিন্দা (১টি), বাংরিপোসি (১টি), রূপসা (২টি), শহীদ মাতঙ্গিনী (১টি), কানিমাহুলি (১টি), আশাপূর্ণা দেবী (১টি), লক্ষ্মণনাথ রোড (১টি) এবং বন্দর (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১১টা এবং দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। ● ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৪-২৩-**এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে যুগপুরা (১টি), কোকপাড়া (১টি), বাহানগা বাজার (১টি), রাখা মাইনস (১টি), নারায়ণগড় (১টি), সোরো (১টি), বস্তা (১টি), বেনাপুর (১টি), খন্তাপাড়া (২টি), রানীতাল (২টি), মারকোনা (২টি), বাখরাবাদ (১টি), হেঁড়িয়া (১টি), দেশপ্রাণ (১টি), নন্দকুমার (২টি), বারিপদা (১টি), ভঞ্জপুর (১টি), কাঁথি (১টি), যোগল (১টি), লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক (১টি), শুজলপুর (১টি), টিকরা (১টি), বেতনটি (১টি), খাটকুরা (১টি), সতীশ সামন্ত (১টি), কুচাই (১টি), ডুঁয়া (১টি), বুঢ়ামরা (১টি), জামশোল (১টি), নুআগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড (১টি), বাদলপুর (১টি), কৃষ্ণচন্দ্রপুর (১টি), অমর্দা রোড (১টি), শীতলপুর বেঙ্গল (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **নিলামের তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৪, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় যথাক্রমে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট এবং বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে** যেগুলি **https:/www.ireps.gov.in**/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এজেন্সি/ক্যাটারিং কন্ট্রাক্টরদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি পড়ে এই সংক্রান্ত বিশদ এবং সম্পর্কিত তথ্যাদি জেনে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো প্রশ্ন থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-801) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত শান্তিপাড়া এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতার নাম ডলি দাস। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মৃতার স্বামী সন্তোষ রায়কে। তাদের এক সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে তাদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। সোমবারও সন্তোষ তার স্ত্রীকে মারধর করে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25638453, GL25652537, GL29314645, GL29323885, GL30181961, GL30518696, GL30521452, GL30842356, GL31380245, GL33093715, GL33120191, GL33191395, GL33215207, GL33236173.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা– কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27167715, GL29264407, GL29461520, GL29475115, GL31243900, GL31351582, GL31883817, GL33158648.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21276028, GL22445440, GL22498828, GL22513779, GL22519441, GL23069742, GL23392617, GL24587675, GL29057980, GL29534334, GL29546866, GL29632071, GL29637196, GL30526062, GL30541834, GL30564099.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33093852, GL33121393, GL33220220, GL33238628, GL33277292, GL33292703.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Bustee), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work: **NIT No.: KMC/EEBS/HQ/X/81/1/24-25/81 (1st Call)** Name of work: **Painting and minor repairing of Pay & Use Toilet at Tollygunge Post Office, 7 No. Bijoygarh etc. in Br.-X.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,95,262.14**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.11.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **28.11.2024 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.11.2024 (5 p.m.)** from the websites : **https://wbtenders.gov.in** & **https://www. kmcgov.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/MGPS & WPS, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/MGPS/11/2024-25
Name of work: **Manufacturing, supply and fitting fixing of two number slip rings with carbon brush for two number 580 BHP slip rings including Motor at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **4,33,012.94**. Earnest Money: ₹ **8,670.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/MGPS/12/2024-25
Name of work: **Restoration of both side white metal bush bearings of HT Pump Unit No. 1 at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **2,94,905.05**. Earnest Money: ₹ **5,900.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time for Bid submission (Online): **02.12.2024 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (W.S.)/West, KMC** invites e-Tender for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/W78-26/T-77/24-25
Name of work: **Improvement of F.W. supply at 4/3 B. K. Road providing 150 MM dia D.I. pipe in Ward No.-78 (Br. Int. Fund 24-25).** Estimated Amount: ₹ **1,99,285.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/W79-25/T-78/24-25
Name of work: **Augmentation of filtered water supply at Ismail Ostagar Lane providing 100 MM dia. D.I. pipe & other ancillary works in Ward No.-79 (Br. Int. Fund 24-25).** Estimated Amount: ₹ **2,99,094.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **30.11.2024 at 11 a.m./02.12.2024 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website : **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/WS/PG_67/T020/24-25
Name of work: **Restoration of filter water supply by relaying of pipes in order to avoid any contamination with other allied works from 173G to 190B Picnic Garden Road in Ward No.-67.** Estimated Amount: ₹ **2,49,791.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **12 days.**
(4) NIT No.: KMC/WS/PG_67/T019/24-25
Name of work: **Providing M.S. jacketing of the damaged portion of 900 MM reserve main at 59B Khagendra Sen Road in Ward No.-67.** Estimated Amount: ₹ **2,65,311.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **9 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **30.11.2024 at 1 p.m./02.12.2024 at 1 p.m.** (For Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 3 & 4).

The **Exe. Engr. (W.S.)/BPS, KMC** invites e-Tender online quotation two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/GMBPS/24-25/07/1st Call
Name of work: **Restoration of Pump No. 03 at by replacing defective parts at Gandhi Maidan BPS.** Estimated Cost: ₹ **1,88,293.24**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **07 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/DSPBPS/24-25/06/1st Call
Name of work: **Installation of 500 MM diameter Actuator operated Butterfly valve with Gear box at Daspara BPS.** Estimated Cost: ₹ **1,63,101.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.11.2024 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **30.11.2024 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.11.2024, 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the websites : **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/19/2024-2025/R
Name of the Work: **Repairing of M.H, G.P, C.P and allied works at 22/A Chakraberia Road (S), 22, Mohini Mohan Road and other different locations in Ward No.-70.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,219.38**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.11.2024 – 12 noon**. Date and time of opening of tender: **03.12.2024 – 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/068/19/2024-2025/D (2nd Call)
Name of the Work: **Restoration of Paver block and IPS on Footpath near Broad Street, Ballygunge Place and other different places in Ward No.-68 disturbed by CESC and Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,325.48**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.12.2024 – 12 noon**. Date and time of opening of tender: **09.12.2024 – 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/IX/079/069/2024-2025/A (2nd Call)
Name of the Work: **Engagement of Consultant for construction of proposed (G+V) Storied Educational Building for use of KMC English Medium School at 17, Devi Chowdhury Road in Ward No.-79.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **450 days.**
(2) NIT No.: KMC/IX/080/034/2024-2025
Name of the Work: **Development of Bustee passages at 3, South Cabin and surrounding areas in Ward No.-80.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,324.26**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(3) NIT No.: KMC/IX/080/032/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of surface drain at 3, South Cabin in Ward No.-80.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,695.16**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(4) NIT No.: KMC/IX/075/003/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of Karbala Park (Pond, Ghat and ancillary work) at 92, Garden Reach Road in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,879.91**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(5) NIT No.: KMC/IX/075/035/2024-2025
Name of the Work: **Renovation of Latrine at different premises 3/H/3, 4/H/3, Shew Prosad Road; 19/H/15, 10/2/H/28, Kabi Tirtha Sarani etc. in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,821.36**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
(6) NIT No.: KMC/IX/075/036/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of I.P.S. passages near 4/H/5, 4/H/16 Commissirat Bustee Lane; 2/H/5, 4/H/1B, Shah Rajab Road etc. in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,760.58**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
(7) NIT No.: KMC/IX/078/048/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. Footpath at 39/1A, 36/2B, 35A Mominpore Road and its surrounding areas in Ward No.-78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,762.06**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(8) NIT No.: KMC/IX/078/055/2024-2025
Name of the Work: **Renovation of road side garden at M.M. Ali Road in Ward No.-78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,090.77**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.11.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 8). Tender will be opened on: **02.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **20.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8). **(879/24-25)**

ভ্রমণ

কক্সবাজারের সেই বিচ এত সুন্দর সেই আছড়ে পড়া ঢেউ, আপনিও যেতে পারেন

বাংলাদেশ তখন খুব উত্তাল। মিটিং, মিছিল, আন্দোলন...এই রকম একটা সময়ে একটা বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল কক্সবাজার। যাওয়া-আসা-থাকা, আর কাজ, সব মিলিয়ে চার দিন। গেলাম, থাকলাম, কাজও হলো, কিন্তু ফেরার সময়টা পিছিয়ে গেল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে, কারফিউ জারি হয়ে গেছে। আমরা উঠেছিলাম ওশান প্যারাডাইস হোটেলে। এই হোটেলে আগেও এসেছি কয়েকবার, কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন। লিফটে অথবা বিচে, কিংবা রেস্টুরেন্টে, যখন যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সবার চোখেমুখে অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যেও আন্তরিকতার ছোঁয়াটা লুকানো থাকছে না। যেমন যারা ঢাকায় ফেরার টিকিট পেয়েছে অথবা যারা পায়নি, সবার মুখেই এক কথা'টিকিট পেয়েছেন?''আমরা যাচ্ছি।''ভালো থাকবেন।'' খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে মনে হচ্ছিল এরা সবাই কত আপন, কত পরিচিত। হোটেলের সামনে কিছু অটোচালক থাকে, যাত্রীর আশায় অটো নিয়ে অপেক্ষা করে। তেমনি একজনের নাম রেদোয়ান। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত রেদোয়ানকেই ঠিক করলাম। বেশ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত অল্পবয়সী একটা ছেলে। একদিন আমাদের নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। কত কী যে দেখাল, যা আগে কখনো দেখিনি। ওর সঙ্গেই গেলাম দরিয়ানগর। নামটা যেমন সুন্দর, স্পটটাও তেমনি। কত শত বছরের পুরোনো এক গুহা! অবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর একটা জায়গা, এমন অনাদরে পড়ে আছে! অথচ জায়গাটার একটু যত্ন নিলেই কত পর্যটক অনায়াসে আসতে পারতেন।

তবে ওখানে যাওয়ার আগে একটু ভয় ভয় লাগছিল। তখন বিকেলে গড়িয়ে সন্ধ্যা আসি আসি করছে। নির্জন জায়গা, আর আমরা মাত্র দুজন। একটু ধীর পদক্ষেপে গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে যখন দেখলাম শিশুসন্তান কোলে এক মা আর তাদের সঙ্গে পাঁচ কি ছয়জনের একটা গ্রুপ, তখন ভয়টা আর থাকল না। রেদোয়ান অবশ্য প্রথম থেকেই খুব উৎসাহ দিয়ে আসছিল। তারপরও জায়গাটা এমন যে ভয় একটু লাগবেই, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা। সাহস করে ভেতরে গেলাম। মনে হচ্ছিল কোনো এক প্রাকৃতিক কারণে পাহাড়টা ওপর থেকে নিচ বরাবর অল্প একটু ফাঁক হয়ে দুই পাশে সরে গেছে। আর সেই ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকে অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। আমরা ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছি, পায়ের নিচ দিয়ে ঝরার জল বয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে বৃষ্টির জল, বরফ গলা নদীর মতো ঠান্ডা জল। মাথার ওপরে টপটপ করে পড়ছে ভিজা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জল। শেওলা পড়া পাহাড়ের গা।

হাসপাতালগামী রাস্তার কাজে ফের দুর্নীতির অভিযোগ

মালদা, ১৯ নভেম্বরঃ হাসপাতালগামী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজে ফের দুর্নীতির অভিযোগ। যে রাস্তায় উঠে যাচ্ছিল পিচের চাদর। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল। সরজমিনে পরিদর্শনে এসে শিডিউল টাঙানোর নির্দেশ দিয়ে ছিল ব্লক প্রশাসন। সেই রাস্তাতে ফের সিডিউল না টাঙ্গিয়ে রাতের অন্ধকারে কাজের চেষ্টা। কাজ বন্ধ করে বাধা এলাকাবাসীর। ব্যাপক বিক্ষোভ। পরবর্তীতে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চাঞ্চল্য এলাকায়। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় শহীদ মোড় থেকে হাসপাতালগামী গুরুত্বপূর্ণ এক কিলোমিটার রাস্তা দুই দফায় সংস্কারের কাজ হচ্ছে। যেখানে ইতিমধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সেই দুর্নীতির খবর উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে। সেখানে পুনরায় ফের চাঞ্চল্য। কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী। বিজেপি জেলা সম্পাদক রূপেশ আগারওয়ালের অভিযোগ তৃণমূল নেতার কাছ থেকে নিম্নমানের সামগ্রী কিনে ঠিকাদার কাজ করছে। তাই কাজ এই ধরনের হচ্ছে। কাটমানি যাচ্ছে তৃণমূলের পকেটে। কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে না মেনে নিচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমানের দাবী যে বা যারা যুক্ত থাকুক প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। কাজ সঠিক ভাবে হতে হবে। প্রশ্নের মুখে ঠিকাদারি সংস্থার ভূমিকা।

মাত্রাতিরিক্ত দূষণে ভয়ঙ্কর অবস্থা দিল্লির

সমীর দাস, ১৯ নভেম্বরঃ শীতের শুরুতেই দিল্লির দূষণ সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। পরিবেশ গবেষকেরা নিয়মিত যন্ত্র নিয়ে দূষণের পরিমাপ করছেন। তারা জানিয়েছেন, ১৮ই নভেম্বর দুপুর ১২৩০-এ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স পৌঁছেছিল ৯৭৮-এ, যা একদিনে ৪৯.০২ টি সিগারেট খাওয়ার সমান। এ অবস্থায় রাজধানী শহর যেন বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেছে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবল কষ্ট হচ্ছে। অনেকের কাশি চূড়ান্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির আপ সরকারকে কড়া ভাষায় ভৎর্সনা করেছে। দিল্লি সরকার কিছুতেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং অগাস্টিন জর্জ মাসিহর এর ডিভিশন বেঞ্চ -এর স্টেজ ৪ কার্যকর করতে দেরি করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আদালত জানিয়েছে, ৪৫০-র নিচে নামলেও স্টেজ ৪-এর প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। এদিকে, দূষণের কারণে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি ছাড়া বাকি ক্লাসগুলির অফলাইন ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। সবটা মিলিয়ে দিল্লি আর বাসযোগ্য নেই। দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে হরিয়ানা উত্তর প্রদেশের দূষণও বেড়ে চলেছে। পরিবেশ গবেষকেরা বিচার করে বলছেন,দিল্লিতে একদিন থাকা মানে প্রায় ৫০ সিগারেট খাওয়ার মতো দূষণ শরীরে ঢোকানো হচ্ছে।

উলুবেড়িয়ায় শিশু বান্ধব গ্রাম বিষয়ক আলোচনা সভা, অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা

উলুবেড়িয়া, ১৯ নভেম্বর ঃ উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের হাটগাছা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত - এর উদ্যোগে ২০২৫ - ২০২৬ বর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষে বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ,বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা,শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাটগাছা ১ অঞ্চলের নির্বাচিত ও প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো শিশু বান্ধব গ্রাম বিষয়ক আলোচনা সভা এবং অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সামগ্রিক বিষয়ই ছিলো চোখে পড়ার মতো বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ ও আন্তরিকতা এবং উত্সাহের সাথে শিশুদের অংশগ্রহণ দেখে আধিকারিক বৃন্দ খুবই প্রশংসা করেন গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে এইরকম এক অভিনব উদ্যোগ দেখে শিক্ষক শিক্ষিকা,শিশুরাও খুবই উত্সাহ বোধ করেন অনুষ্ঠান শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করা প্রতিটি শিশু কে পুরস্কৃত করে উত্সাহিত করা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন - আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুরা দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ চর্চার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নাম বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক স্তরে সমাদৃত করেছে যার ফল স্বরূপ আজকের এই কর্মসূচি আমাদের শিশুদের নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করার জন্য হাটগাছা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এর আধিকারিক বৃন্দ কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন - বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, হাটগাছা ১ অঞ্চলের প্রধান প্রসেনজিত্ দাস,সেক্রেটারি শম্ভুনাথ মিশ্র,সমাজসেবী শংকর মহল,এলাকার দুই জন প্রতিনিধি দেলোয়ার থান্দার ও রঘুনাথ মান্না সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ

আইআইটি গুয়াহাটি এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে প্রযুক্তিক কৌশলগত মউ স্বক্ষর

মালিগাঁও, ১৯ নভেম্বরঃ সুরক্ষা, পরিচালনামূলক দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী সহযোগিতার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি গুয়াহাটি (আইআইটিজি)-এর সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) চারটি উল্লেখযোগ্য মউ স্বাক্ষর করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের পাশাপাশি অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আইআইটি গুয়াহাটি প্রাঙ্গণে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আইআইটিজি-এর ডিরেক্টর প্রফেসর দেবেন্দ্র জালিহাল, আইআইটিজি-এর অন্যান্য সম্মানীয় প্রফেসর এবং প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই সহযোগিতা অঞ্চলটির মধ্যে এবং এর বাইরে রেলওয়ের দ্বারা সম্মুখীন হওয়া জটিল প্রত্যাহ্বানগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য অত্যাধুনিক গবেষণা ও উদ্ভাবনগুলি কাজে লাগানোর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মউ-এর আওতাভুক্ত উন্নয়ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রথমটি হলো স্ট্যান্ড-অ্যালোন হাই-স্পিড ক্যামেরা ব্যবহার করে কার্গো ট্রেনগুলির ভাঙ্গা ও অভাঙ্গা সিল শনাক্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। আইআইটি গুয়াহাটির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ডিজাইন করা এই সিস্টেমের লক্ষ্য হবে চুরি প্রতিরোধ করে সুরক্ষা ও পরিচালনগত দক্ষতা শক্তিশালী করা এবং পণ্যবাহী ট্রেনের নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় চুক্তিটি হলো যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা, সম্ভাব্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে ফেস রেকগনাইজেশন এবং অ্যালার্ট সিস্টেমের উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই চুক্তিতে। উন্নত মেশিন লার্নিং এবং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পদক্ষেপ যাত্রীদের জন্য এক সুরক্ষিত ভ্রমণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। এই মউ-এর তৃতীয় চুক্তিটি ট্রেনে অ্যালার্ম চেন পুলিং মেকানিজমের জন্য রিয়াল-টাইম অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পরিচালনমূলক প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা করবে। এই সিস্টেমটি ট্রেন পরিচালনের সময় প্রেসার ড্রপ এবং ইমার্জেন্সি রিক্রিয়েশনের মতো সমস্যাগুলি হ্রাস করে সুগম ভ্রমণ এবং উন্নত পরিচালনামূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে। পারিপার্শ্বিক স্থিরতার দিকে নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাক্ষর করা চতুর্থ মউ চুক্তিটির লক্ষ্য হলো রেলওয়ে কলোনি, চত্বর এবং কোচিং ডিপোগুলির এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নতি করা। এই পদক্ষেপ রেলওয়ে চত্বরের মধ্যে স্বচ্ছতা ও সবুজ পরিবেশতন্ত্রকে উৎসাহিত করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা রেলওয়ে কমিউনিটির সামগ্রিক কল্যাণে ভূমিকা পালন করবে। একইসাথে এই চুক্তিটিতে অঞ্চলটির রেলওয়ে পরিচালনগত দক্ষতা, সুরক্ষা ও স্থিরতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা এক দূরদর্শী সহযোগিতা প্রতিফলিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং আইআইটিজি-এর মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে এক শক্তিশালী প্রতিশ্রুতির প্রতীক, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও পরিচালনমূলক প্রত্যাহ্বানগুলি অতিক্রম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পগুলি যাত্রী ও রেলওয়ে কর্মীদের যথেষ্ট উপকৃত করবে বলে আশা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই পদক্ষেপ অঞ্চলটিতে রেলওয়ে পরিচালনকে আধুনিকীকরণ ও অনুকূল করে তোলার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টার প্রতি এক বৃহৎ পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আইআইটি গুয়াহাটির অধ্যাপকরা নিজেদের গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক সমাধানগুলিও উপস্থাপন করেছেন। এই অংশীদারিত্ব সমাজের উপকারের জন্য প্রভাবশালী প্রযুক্তিগত সমাধান সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে।

বিশ্ব শৌচালয় দিবস

উলুবেড়িয়া ঃ মঙ্গলবার বিশ্ব শৌচালয় দিবস পালিত হলো উলুবেড়িয়ার একাধিক ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। শ্যামপুর ১নং ব্লকের বাঙ্গালমারা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ও আই সি ডি এস কেন্দ্রের শৌচালয় উদ্বোধন ও শিশুদের মিষ্টি মুখ করানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১নং ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না, অপরদিকে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের পূর্ব কালীনগর সামন্ত পাড়ায় আই সি ডি এস কেন্দ্রের শৌচালয় উদ্বোধন করেন উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক প্রমুখ্য।

Name Change
I, Subodh Das(Ruidas) resident of Vill. Badulia, PO. Sagrai, P.S. Khandaghosh, Dist. Purba Bardhaman Pin-713424 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Subodh Das in place of Subodh Ruidas, my father's actual name Sakha Das in place of Sokha Ruidas and my mother's actual name Chhaya Das in place of Chaya Ruidas, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 12/11/2024. Subodh Das and Subodh Ruidas both are same and one identical person. Sakha Das and Sokha Ruidas both are same and one identical person. Chhaya Das and Chaya Ruidas both are same and one identical person.

Name Change
I Prasanta Kumar Chatterjee S/o. Ramranjan Chatterjee residing at C/17, Ramgarh Colony, Naktala,Kolkata-700047, have changed my name and shall henceforth be known as Prasanta Chatterjee asdeclared before the Notary Public Arambagh court, Hooghly District of West Bengal vide affidavit noA/728 dated 07/11/2024, Prasanta Kumar Chatterjee and Prasanta Chatterjee both are same andidentical person.

নাম পরিবর্তন
আমি তাপস কুমার শেঠ, পিতা স্বর্গীয় নির্মল কুমার শেঠ, কল্যাণী বি-১৫-৬৮-জি-এ, নদীয়া নিবাসী ইং ১৬-০৩-২০২৪, এলডি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনার (SL. No.১৩৯) সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছি যে , আমার স্ত্রীর প্রকৃত নাম Tandra seth এবং আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Anubhab Seth . কিন্তু ভুলবশত আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমাদের নাম, Anubhab sett, s/o Tapash sett & Tandra sett লিপিবদ্ধ হয়েছে। Anubhab Seth,S/O Tapash kumar sett & Tandra Seth এবং Anubhab sett s/o Tapash sett & Tandra sett নামগুলি এক ই এবং অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে , অর্থাৎ আমার পুত্র আমি এবং আমার স্ত্রী।

Name Change
I MD MUSHTAK BARI, S/O ABDUL BARI,R/O 3B CHANDRA NATH ROY ROAD, TILJALA, KOLKATA, 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MUSHTAQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/11/2024, THAT MD MUSHTAK BARI AND MD MUSHTAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, MD NIZAMUDDIN MANSURI, SON OF MOHAMMAD YOSUF, RESIDING AT 114/C GARFA MAIN ROAD, KOLKATA - 700075, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NIZAMUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/11/2024.THAT MD NIZAMUDDIN MANSURI AND MD NIZAMUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PAPIYA MANNA, D/O MADHAI CHANDRA SADHUKHAN, R/O SHIROMONIPUR, PO-GOSSAINPUR, PS-BISHNUPUR, BANKURA, 722122, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAPIYA SADHUKHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/11/2024,THAT PAPIYA MANNA AND PAPIYA SADHUKHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Nazneen Sardar (old name) wife of Mohammad Shah Alam Sardar, residing at Vill.- Chandkhali, P.O.- Kumarhat, Baruipur, Pin- 743387, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Najnin Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/11/2024. Najnin Sardar (new name) and Nazneen Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Shah Alam Sarder (old name) son of Late Ahed Ali Sardar @ Ahed Ali Sarder, residing at Vill.- Chandkhali, P.O.- Kumarhat, Baruipur, Pin- 743387, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Shah Alam Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/11/2024. Mohammad Shah Alam Sardar (new name) and Mohammad Shah Alam Sarder (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Somdatta Saha Dutta (old name) wife of Manoj Kumar Saha, residing at Kalyan Nagar, Co Operative Colony, Dastidar Bagan, Pansila, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700112, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Somdatta Dutta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/11/2024. Somdatta Dutta (new name) and Somdatta Saha Dutta (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Monowara Bibi (old name) wife of Samsul Islam, residing at Vill.- Bara, P.O.- Chhotojagulia, P.S.- Duttapukur, North 24 Pgs, Pin- 743294, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manoyara Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/11/2024. Manoyara Bibi (new name) and Monowara Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Saswati Guha Chakrabarty (old name) wife of Indranil Guha, residing at 14/4, nilganj road, Kamarhati (m), North 24 Pgs, Pin- 700056, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saswati Guha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/11/2024. Saswati Guha (new name) and Saswati Guha Chakrabarty (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Indira Bhattacharyya (পুরাতন নাম) স্বামী Late Somnath Bhattacharyya , ঠিকানা-A-8/236, J.N. M Hospital Bidhan Chandra Park, Kalyani, Dist-Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Indira Bhattacharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Indira Bhattacharya (নতুন নাম) এবং Indira Bhattacharyya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Heena Ansar Khan (পুরাতন নাম) পিতা Badruddin Khan, ঠিকানা- 45/1C, Old Ballygunge 1st Lane, P.O.- Ballygunge, Kolkata- 700019, P.S.- Karaya, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Heena Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Heena Khan (নতুন নাম) এবং Heena Ansar Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Sekh Rasid Ali S/o Sk Mazaffer Residing at Vill - Dendari, P.o - Aswathapur, P.s - Ramnagar District - Purba Medinipur Pin-721446 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Rasid Ali. I declare that Sekh Rasid Ali and Sk Rasid Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-11-2024.

Name Change
I, Sekh Jahangir Ali S/o Sk Rasid Ali Residing at Vill - Dendari, P.o - Aswathapur, P.s - Ramnagar District - Purba Medinipur Pin-721446 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Jahangir Ali. I declare that Sekh Jahangir Ali and Sk Jahangir Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-11-2024.

Name Change
I, Urvashi Tibrewal (old name) wife of Anand Goel residing at Prasad Exotica, Block-2, Flat-2A, 71/3, Canal Circular Road, Kankurgachi, P.O-Kankurgachi, Kolkata-700054, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Urvashi Goel (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no. 1464 dated 13/11/2024. Urvashi Tibrewal (old name) and Urvashi Goel (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Shounak Ghosh (old name) son of Debashis Ghosh residing at P 42/2, Motijheel Avenue, P.O- Motijheel, Barrackpore, Pin: 700074, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shaunak Ghosh (new name) as declared before the Notary Public Alipore at Kolkata 14/11/2024. Shounak Ghosh (old name) and Shaunak Ghosh (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sahani Khatoon (old name) wife of Aftab Alam residing at Z-5/195/2, Ayub Nagar, B. P. Road, P.S-Nadial, Kolkata-700044, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shani Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 19/11/2024. Sahani Khatoon (old name) and Shani Begum (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanhita Ghosh (old name) wife of Debashis Ghosh residing at P 42/2, Motijheel Avenue, P.O- Motijheel, Barrackpore, Pin: 700074, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sanghita Ghosh (new name) as declared before the Notary Public Alipore at Kolkata 14/11/2024. Sanhita Ghosh (old name) and Sanghita Ghosh (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Subhamay Naskar S/o Srikanta Naskar Residing at 2/169, Nelinagar,P.o - Haltu, P.s - Garfa District - Kolkata Pin-700078 West Bengal India shall henceforth be known as Subhomoy Naskar. I declare that Subhamay Naskar and Subhomoy Naskar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-11-2024.

Name Change
I, Srikanto Naskar S/o Late Gosta Bihari Naskar Residing at Garfa Naskar Para,P.o - Haltu, P.s - Garfa District - Kolkata Pin-700078 West Bengal India shall henceforth be known as Srikanta Naskar. I declare that Srikanto Naskar and Srikanta Naskar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-11-2024.

Name Change
I, Gopi Malik S/o Nitai Malik Residing at Vill+P.o - Dewanbheri, P.s - Singur District - Hooghly Pin-712409 West Bengal India shall henceforth be known as Gopinath Malik. I declare that Gopi Malik and Gopinath Malik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-11-2024.

Name Change
I, MAHIRALI SEKH (Old Name) S/O SEKENDAR SEKH, Residing at Vill-Uttar Srirampur, P.O.-Srirampur, P.S.-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, Pin-741316, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAHIR SEKH (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 19-11-2024, MAHIRALI SEKH (Old Name) and MAHIR SEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Kamal Hasan (Old Name) S/o Md Isa Residing at Vill+P.o - Takipur, P.s- Hasnabad, Vtc- Takipur,Dist.- 24 Pgs(N) Pin-743429, W.B. India shall henceforth be known as Kamal Hassan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-11-2024. Kamal Hasan (Old Name) and Kamal Hassan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Santanu Roy S/o Paresh Roy resident at Netaji Subhas Road, Buroshibtala, Ward No. 14 of Nabadwip Municipality, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Santanu Roy in place of Shantanu Roy, which is wrongly recorded in my daughter's Passport No. T3374782 vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip on 13/11/2024. Santanu Roy and Shantanu Roy both are same and one identical person.

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CIN: L67120WB1982PLC035476
CENTRE POINT"" 21, HEMANT BASU SARANI, THIRD FLOOR,ROOM NO. 306, KOL-700001"KOLKATA-700069
Tel: 033-30288506, E-mail- investors.pronto@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2024 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.09.24	Previous quarter ended 30.06.24	Correspon quarter in previous year ended 30.09.24	Previous year ended 31.03.24
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from Operations(net)	1.52	2.02	2.43	12.29
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(2.54)	(0.45)	0.15	1.05
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(2.54)	(0.45)	0.15	1.05
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(2.54)	(0.45)	11.00	1.05
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.54)	(0.45)	11.00	1.05
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
Basic	(1.056)	(0.189)	0.046	0.437
Diluted	(1.056)	(0.189)	0.046	0.437

Note:
(a)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in."(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Whole-Time Director
DIN: 02515173

Place: Kolkata
Date: November 14, 2024

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ' অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22457750, GL22547904, GL22570353, GL22583803, GL28444987, GL28935714, GL29182402, GL29194163, GL29200748, GL29222374, GL29227455, GL29237965, GL29250547, GL29301088, GL29327121, GL29365265, GL29397815, GL29409074, GL29425237, GL29444542, GL29449047, GL29459685, GL29469776, GL29474786, GL29475405, GL29533595, GL29546818, GL29632952, GL29636807, GL29696946, GL29708116, GL31573177, GL31588978, GL32930169, GL32934153, GL32956361, GL32959009, GL32970290, GL32974869, GL32985076, GL32989670, GL33008310, GL33016928, GL33128419, GL33151770, GL33166722, GL33167865, GL33179946, GL33226631, GL33233036, GL33342349, GL33351279, GL33440942, GL33461311, GL33587027, GL33631126, GL34009090.

শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22579457, GL28969532, GL29494321, GL29499558, GL31571325, GL31635203, GL32735409, GL32938520, GL32938919, GL32953974, GL32957464, GL33096872, GL33119933, GL33182287, GL33214455, GL33238275, GL33362252, GL33373256, GL33404371.

শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22388976, GL22625652, GL22726133, GL22803980, GL28063688, GL28065753, GL28084501, GL28085510, GL28256044, GL28274220, GL28375261, GL28473920, GL29187221, GL29191936, GL29248787, GL29310280, GL29326547, GL29433941, GL29438242, GL29445595, GL29448150, GL29449039, GL29454308, GL29474760, GL29510970, GL29523223, GL29729070, GL29745934, GL31324035, GL31344335, GL31357144, GL31803116, GL32969228, GL32985351, GL32993632, GL32998428, GL33013047, GL33015430, GL33016161, GL33017874, GL33062289, GL33089577, GL33113025, GL33121657, GL33132565, GL33149841, GL33203714, GL33205998, GL33207837, GL33209374, GL33245774, GL33267590, GL33337284, GL33351618, GL33475845, GL33545884, GL34205644.

শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22585924, GL22709541, GL22791549, GL22804009, GL22820449, GL23035969, GL23168335, GL28442829, GL28443168, GL29209536, GL29226898, GL29334180, GL29352308, GL29459457, GL29461376, GL29475059, GL29475785, GL29510953, GL29512524, GL29516249, GL29523427, GL29523779, GL29524423, GL29550676, GL29568338, GL29594567, GL29641917, GL29650499, GL29660464, GL29661091, GL29690178, GL29701309, GL29707520, GL29707782, GL30251840, GL30463137, GL31310768, GL31566564, GL31582669, GL31681360, GL31683226, GL31685216, GL31706235, GL31954095, GL32624459, GL32636491, GL32824691, GL32826345, GL32962053, GL32986400, GL32995766, GL33016696, GL33135522, GL33148074, GL33202193, GL33208426, GL33275947, GL33292781, GL33362791, GL33363954, GL33372937, GL33373156, GL33452595, GL33460595, GL33595853, GL33617866.

শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22690125, GL23379030, GL27784306, GL28542175, GL28847952, GL28866038, GL29263453, GL29275440, GL29373009, GL29455176, GL29475423, GL29542897, GL29546235, GL30733833, GL30908234, GL31132736, GL32138392, GL32335345, GL32963310, GL32978485, GL32984542, GL32988477, GL33037284, GL33058682, GL33111720, GL33203876, GL33209784, GL33315728, GL33324100, GL33330319, GL33351940, GL33361259, GL33373246, GL33383307, GL33485928, GL33512686, GL33598513, GL33617368.

শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22617850, GL22798992, GL26313101, GL29142727, GL29270172, GL29271202, GL29302931, GL29328252, GL29394099, GL29394200, GL29550876, GL29569145, GL29642289, GL29643059, GL29661548, GL29665797, GL29677749, GL29684870, GL29725092, GL29731889, GL29745828, GL29746692, GL29755080, GL29771774, GL29933787, GL31170015, GL31170689, GL31241582, GL31410239, GL31572286, GL31631058, GL31651701, GL31694800, GL33000373, GL33014994, GL33228511, GL33234262, GL33465292, GL33492047, GL33513972, GL33546814, GL33564095, GL33567092, GL33626001, GL33644030.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

হাসপাতালের টয়লেটেই প্রসব, মায়ের অজান্তে কুকুর তুলে নিয়ে গেল সদ্যোজাতকে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ নভেম্বর : চরম অমানবিক ছবি সোনামুখী হাসপাতালে। সকলের সামনে অপরিণত শিশুকে তুলে নিয়ে গেল কুকুরে। চরম গাফিলতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের কোচডিহি গ্রামের প্রিয়া রায় নামের এক প্রসূতি মা গতকাল রাতে পেটের যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। পরিবারের দাবি, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর ইউরিন টেস্টের কথা বলে। স্বাভাবিকভাবেই ওই প্রসূতি ইউরিন সংগ্রহের জন্য বাথরুমে যায়। সেখানেই ওই মা তার একটি অপরিণত শিশুর জন্ম দেয়। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত নার্সদের ডাকলে অভিযোগ নার্সরা আসতে দেরি করে। পরে ওই মাকে প্রসূতি বিভাগে নিয়ে গেলেও সদ্যোজাত সেখানেই পড়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পরিবারের লোকজন ওই অপরিণত শিশুকে দেখতে এলে দেখা যায় সেখানে ওই শিশু সেখানে নেই। একটি কুকুর ওই শিশুকে মুখে করে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বচসা শুরু হলে ঘটনাস্থলে গতকালই পৌঁছেছিল সোনামুখী থানার পুলিস। এরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেগতি বুঝে তড়িঘড়ি প্রসূতি মাকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে এবং হাসপাতালের স্টাফেদের গাফিলতি নিয়ে। সকালবেলাতেও দেখা যায় হাসপাতাল চত্বরে একাধিক পথ কুকুর ঘোরাফেরা করছে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছেন, রাতে যারা ডিউটিতে ছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হবে এই ঘটনার কোন সত্যতা রয়েছে কিনা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি এই প্রসঙ্গে। এখনও পর্যন্ত শিশুটিকে পাওয়া যায়নি বলেই জানা গেছে।

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে দ্বিতীয় দফার টাকা ছাড়তে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রবি মরশুমের শুরুতেই কৃষক বন্ধু প্রকল্পে দ্বিতীয় দফার টাকা ছাড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে ওই বরাদ্দ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ২৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মাসের শেষে এই অর্থ ছেড়ে দেবে অর্থ দপ্তর। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে বাংলা শস্য বিমা যোজনার আবেদনের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে সরকার।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet, Howrah
NIT MEMO No. JBPUR-II/321/2024, & JBPUR-II/322/2024 Dated:-19.11.2024, 03.30 PM. Last date of Tender droping: **26.11.2024, 03.30PM**, Date of opening of Technical Bids: **28.11.2024, 03.30 PM.** Details Contact: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howrah

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman
Tender Reference/ **e-NIT No.:- 334/PGP - (3 Nos), 335/PGP - (3 Nos), 336/PGP - (5 Nos), 337/PGP - (1 No), Dt.18/11/2024**, of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **26/11/2024 upto 11.00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-37/2024-25
The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **25/11/2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**
Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

E-Tender Notice No-
25/JAM-1/15th FC, dt-19.11.2024, 26/JAM-1/15th FC & SBM, dt-19.11.2024, 27/JAM-1/15th FC, dt-19.11.2024, 28/JAM-1/15th FC, dt-19.11.2024, E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from **20.11.2024 to 04.12.2024** at 12.00 Hrs. Date of opening **09.12.2024 at 09.00 AM** for further details. Visit the website https://**wbtender.gov.in** or G.P. Office.
Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

ট্র্যাক মেশিনের ব্যবস্থা করা এবং স্টাফ কোয়ার্টারের নবীকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৬ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৩-১১-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্যে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাটওয়ার-কুমেদপুর-ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা-৫ টি স্টেশন (পি.ওয়ে এবং ফরমেশন কাজ)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,২৬,৭৩,৮৮৪.০১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,১৪,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কুমেদপুর-মালদা টাউন এবং একলাখী-বালুরঘাট-ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা - ক্রমে ২ এবং ৩ নং স্টেশন। (পি.ওয়ে এবং ফরমেশন কাজ)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,২৬,৭৩,৮৮৪.০১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,১৩,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ১৬ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামত/নবীকরণ, শৌচালয়ের বিশেষ মেরামত, বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ এবং সেন্ট্রাল স্কুল পরিসরের ভেতরের উভয় দিকে ১.২ মিটার প্রসস্থ সমীপবর্তী পথে সাইকেল স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,২৫,৯৬,২৪৪.৮৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৩,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১২-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১২-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নতুন আরজিএম সাইডিং এবং ট্র্যাক মেশিন সাইডিং ও সুবিধার ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাটওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড-নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৪ টি এবং ১ টি (ফরমেশন এবং পিওয়ে কাজ)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪,৫৮,০০,৮১৭.৫০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৭৪,২০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাটওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড- নতুন আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৩ টি এবং ১ টি (ফরমেশন এবং পিওয়ে কাজ)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,৮১,৪৭,৯৭২.৫৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪০,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ১৬ রাধীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাধীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৩ টি এবং ১ টি। **টেন্ডার রাশিঃ** ৪,৭৭,৩৯,৯৯৪.৮৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৮৮,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** রাধীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাধীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৩ এবং ১ টি (ফরমেশন এবং পি. ওয়ে কাজ)। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৮৬,৮৯,১৭২.৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯৩,৪০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১১-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১১-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তারকেশ্বর পৌরসভা
তারকেশ্বর ঃ হুগলি
তারকেশ্বর পৌরসভা নিজেদেরকে সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মূত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই বিষয়ে ২৮ অক্টোবর BOC দ্বারা এটি প্রাথমিক রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে। আমরা তারকেশ্বর পৌরসভার পক্ষ থেকে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি যে, তারকেশ্বর পৌরসভা সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মূত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরসভা। এই মর্মে কারোর যদি কোন অভিযোগ / আপত্তি থাকে তাহলে অবশ্যই আগামী ২০.১১.২৪ (ইং) থেকে ০৪.১২.২৪ (ইং) তারিখের মধ্যে পৌরসভার প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ নথিভুক্ত করবেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সমস্ত উদ্বেগগুলি সমাধান করার পরে পৌরসভার অবশেষে নিজেদের ODF প্লাস পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করার রেজোলিউশন গ্রহণ করবে। BoC জল সরবরাহ পরিষেবা, পয়ঃনিষ্কাসন ব্যবস্থাপনা (নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন) এবং বর্ষার জলনিষ্কাসন সংক্রান্ত পরিষেবা স্তরের মানদণ্ড গ্রহণ করেছে।
অনুমত্যানুসারে, পৌরপ্রধান
তারকেশ্বর পৌরসভা

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ∕ অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22518544, GL22617305, GL22811278, GL23265376, GL24750739, GL27280454, GL29190687, GL29292462, GL29690243, GL29708064, GL29760429, GL29771105, GL30172572, GL30289185, GL31290540, GL32149615, GL32172737, GL32431017, GL32442778, GL32700241, GL33074140, GL33085301, GL33201166, GL33209227, GL33531649, GL33542135, GL33625637, GL33644318.
শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29493954, GL29499809, GL29677869, GL29684186, GL29694834, GL29697418, GL29707625, GL29707946, GL30301637, GL30305383, GL30320398, GL30520922, GL31089384, GL31658339, GL33273030, GL33276279, GL33293509, GL33297285, GL33420909, GL33431157, GL33534768, GL33541849, GL33561927, GL33567633, GL33584078.
শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23501722, GL28142382, GL28716430, GL28727230, GL29266745, GL29276415, GL29357531, GL29409988, GL29425517, GL29568265, GL30030487, GL31109651, GL31121220.
শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23322133, GL25042383, GL27877048, GL28024159, GL28168566, GL28269445, GL28763562, GL29295012, GL29316969, GL29325283, GL29396017, GL29647004, GL29661095, GL30248397, GL30352164, GL30360382, GL30370105, GL31353857, GL31403810, GL31414221, GL31499315, GL31516311, GL33142390, GL33147747, GL33187379, GL33204971, GL33207235, GL33379268.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22756222, GL22765565, GL22933592, GL23308077, GL23893215, GL23977723, GL25505970, GL26060287, GL27094644, GL28046082, GL28049716, GL28136891, GL28151515, GL29107878, GL29221366, GL29227231, GL29268987, GL29321225, GL29340734, GL29349243, GL29362298, GL29373001, GL29378360, GL29380366, GL29435929, GL29441265, GL29448284, GL29454762, GL29460726, GL29474660, GL29475444, GL29493052, GL29498845, GL29602893, GL29614545, GL29628789, GL29638699, GL29654198, GL29656247, GL29661584, GL29695368, GL29707399, GL29753457, GL29771154, GL29876707, GL30036767, GL30641281, GL31170091, GL31312663, GL31668354, GL31678879, GL31790205, GL32026386, GL32208544, GL32268877, GL32285570, GL33011087, GL33016316, GL33070434, GL33073392, GL33086710, GL33095812, GL33119891, GL33206725, GL33249240, GL33266471, GL33308997, GL33322235, GL33360353, GL33372564, GL33468410, GL33471737, GL33498766, GL33502698, GL33514193, GL33515326, GL33627432, GL33627439.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22020458, GL22531115, GL22658260, GL23342364, GL25058350, GL26425339, GL26455738, GL27632758, GL27887692, GL27896710, GL28363240, GL28427152, GL28736849, GL29215208, GL29243025, GL29271933, GL29278667, GL29624206, GL29637778, GL29988810, GL30007562, GL30012812, GL30307996, GL30384978, GL31882014, GL31904413, GL31942809, GL31962832, GL32209235, GL32230995, GL32633314, GL33258001, GL33315965, GL33322016, GL33477175, GL33500834, GL33512756.
শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21906371, GL22678926, GL22684018, GL22734757, GL23623449, GL27840130, GL27870282, GL27903816, GL28044838, GL28049105, GL28059111, GL28141664, GL28228921, GL28242775, GL28348354, GL28385674, GL28404952, GL28413090, GL28429707, GL28567736, GL29233604, GL29245576, GL29252122, GL29267168, GL29286277, GL29315623, GL29506605, GL29522796, GL29536486, GL29538281, GL29543509, GL29546710, GL29546833, GL29560924, GL29562180, GL29595491, GL29605830, GL29614610, GL29614724, GL29627857, GL29635625, GL29644895, GL29660989, GL29700155, GL29700965, GL29706981, GL29707458, GL29736526, GL29746261, GL29753050, GL29771536, GL29777644, GL29785673, GL29786003, GL29795518, GL29795665, GL29812267, GL29816545, GL30308680, GL30765857, GL30910815, GL31115094, GL31906593, GL31909487, GL31939426, GL32161346, GL32172783, GL32252063, GL32260383, GL32416980, GL32445392, GL32556257, GL32556779, GL32714548, GL32760763, GL32787376, GL32801610, GL32965083, GL32984979, GL32996247, GL33014893, GL33142551, GL33150126, GL33185344, GL33204788, GL33220225, GL33221090, GL33235654, GL33236794, GL33282473, GL33294479, GL33313131, GL33314672, GL33315611, GL33318387, GL33318616, GL33322175, GL33329099, GL33350593, GL33351586, GL33356077, GL33376989, GL33434560, GL33442704, GL33460945, GL33552768, GL33567669, GL33576826, GL33591601, GL33599698.
শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29199756, GL29463916, GL29475226, GL29543609, GL31544517, GL31554244, GL32968975, GL32978871, GL32983588, GL32988557, GL33027815, GL33031081, GL33056535, GL33059035, GL33205473, GL33207237.
শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21665751, GL21856053, GL22475705, GL22547918, GL22586582, GL22588395, GL22616097, GL22686164, GL22732487, GL22749070, GL23183303, GL23319692, GL23374160, GL23397748, GL23499165, GL23926972, GL25236359, GL25752526, GL25873073, GL27079836, GL27096262, GL27348518, GL27410433, GL27765973, GL27771921, GL27922815, GL28007799, GL28010658, GL28227304, GL28241994, GL28294815, GL28302795, GL28626791, GL29300871, GL29326967, GL29434782, GL29448147, GL29489459, GL29499591, GL29512148, GL29528619, GL29546673, GL29559056, GL29567250, GL29691424, GL29708020, GL29721326, GL29729654, GL29745488, GL29783853, GL29795303, GL29879278, GL30982558, GL31193613, GL31396268, GL31414431, GL31477304, GL32086786, GL32615000, GL32928671, GL33006257, GL33015606, GL33069551, GL33089420, GL33153475, GL33253316, GL33264151, GL33345657, GL33351457, GL33364977, GL33365187, GL33371919, GL33372752, GL33443208, GL33520376, GL33520930, GL33536088, GL33540923, GL33541872, GL33542243, GL33588127.
শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22780126, GL23728736, GL27291626, GL27952030, GL28218064, GL28242764, GL28267091, GL28273856, GL28893635, GL29350103, GL29390799, GL29515481, GL29527558, GL29539525, GL29562704, GL29571895, GL29702491, GL29720275, GL29745935, GL29980855, GL31066748, GL31071663, GL31185283, GL31199368, GL31286529, GL31407991, GL31413377, GL31498240, GL32940024, GL32956963, GL33165877, GL33179229, GL33214517, GL33233093, GL33278244, GL33278315, GL33283049, GL33293700, GL33466269.
শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18692353, GL21841007, GL22374467, GL22463013, GL22839484, GL23127152, GL25755512, GL28071615, GL28130994, GL28149641, GL28168695, GL28178035, GL28281146, GL28301403, GL28442611, GL28774378, GL28828642, GL28914293, GL29170665, GL29184697, GL29201479, GL29212187, GL29243845, GL29271214, GL29312486, GL29334925, GL29352570, GL29401276, GL29434595, GL29448888, GL29491322, GL29507206, GL29514213, GL29523440, GL29523805, GL29537959, GL29538261, GL29546817, GL29549610, GL29551071, GL29562142, GL29625157, GL29637165, GL29671088, GL29672460, GL29684707, GL29684903, GL29698069, GL29710153, GL29764221, GL29774647, GL31239091, GL31910008, GL32521080, GL32533554, GL33100632, GL33129693, GL33213208, GL33244333, GL33275270, GL33344582, GL33356465, GL33415105, GL33421586, GL33478510, GL33488624, GL33506293, GL33529464, GL33559846, GL33561334, GL33963170.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22645848, GL26266145, GL26267066, GL28189943, GL29247834, GL29672078, GL29684800, GL32970332, GL32985242, GL33004273, GL33017507, GL33439371, GL33459746, GL33560941, GL33567141.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29390176, GL29652062, GL29661550, GL32009997, GL32672427, GL32780065, GL32801426, GL32997435, GL33016198, GL33070061, GL33088378, GL33229843, GL33302152, GL33423077, GL33432386.
শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22493370, GL22612204, GL22616589, GL22818984, GL23559201, GL26597075, GL26951155, GL29197816, GL29200303, GL29212023, GL29338386, GL29369392, GL29437526, GL29448586, GL29456407, GL29475350, GL29505584, GL29518188, GL29524431, GL29524702, GL29535249, GL29549333, GL29599346, GL29605129, GL29613502, GL29613864, GL29698196, GL29707206, GL29781909, GL29795611, GL29859534, GL30281734, GL30352663, GL30360496, GL30517245, GL31109499, GL32697726, GL32836545, GL32853948, GL32861259, GL32963868, GL32984889, GL33010902, GL33114456, GL33164930, GL33185517, GL33203123, GL33206648, GL33208132, GL33209566, GL33226286, GL33233529, GL33329884, GL33390277, GL33467816, GL33547694, GL33566949, GL33628882.
শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22461404, GL22742141, GL29224046, GL29225376, GL29265873, GL29305782, GL29323963, GL29413683, GL29418553, GL29425925, GL29426188, GL29455534, GL29462435, GL29470179, GL29475383, GL29475845, GL29644214, GL29660845, GL31790949, GL31793938, GL32783492, GL32972430, GL32984692, GL33186941, GL33228299, GL33234368, GL33240446, GL33267180, GL33285694, GL33287659, GL33356324, GL33412990, GL33433053, GL33441068.
শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22654808, GL26041902, GL27489861, GL28090792, GL29312697, GL29344964, GL29351328, GL29443613, GL29448803, GL29471950, GL29893598, GL32066100, GL32563556, GL32585588, GL32975946, GL32984452, GL33075309, GL33085290, GL33131166, GL33147841, GL33194520, GL33204244, GL33209628, GL33213813, GL33214907, GL33234829, GL33268885, GL33281404, GL33291825, GL33294244, GL33311570, GL33312793, GL33317897, GL33318745, GL33366693, GL33372388, GL33417735, GL33431008, GL33550289.
শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22790776, GL23097479, GL23133210, GL26781807, GL28315452, GL28328169, GL29343594, GL29519322, GL29523767, GL29555720, GL29568880, GL29783322, GL29795482, GL30224728, GL30590387, GL30750997, GL30761638, GL31194789, GL31312773, GL31324895, GL31336244, GL31344180, GL31480492, GL31484169, GL31493282, GL31573629, GL31635897, GL31659624, GL31676483, GL33303964, GL33304128.
শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21331374, GL22478246, GL22719659, GL22838302, GL25556392, GL26046650, GL28098756, GL29239539, GL29250984, GL29266723, GL29306483, GL29330769, GL29367870, GL29412068, GL29425924, GL29437124, GL29448852, GL29537857, GL29546149, GL29574817, GL29580282, GL29584769, GL29647084, GL29647345, GL29654219, GL29660775, GL29660998, GL29689649, GL29698169, GL29707446, GL29709206, GL30176609, GL30708849, GL32884010, GL32892708, GL33169219, GL33170393, GL33228055, GL33235601, GL33285080, GL33386249, GL33592164, GL34169747.
শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22656026, GL22794612, GL24111675, GL24648886, GL25798357, GL26373172, GL28260789, GL28606465, GL28809787, GL29083493, GL30245708, GL31158111, GL31245815, GL31256439, GL31262081, GL31355039, GL31363791, GL31363941, GL31365570, GL31365737, GL31375729, GL31479041, GL31569039, GL31610283, GL31659832, GL32998441, GL33272853.
শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22481101, GL22523254, GL22568144, GL22582427, GL22641704, GL22738163, GL25299708, GL26375126, GL26409970, GL27040036, GL27925391, GL28482472, GL28742949, GL29220370, GL29224801, GL29247291, GL29254127, GL29335559, GL29358654, GL29697533, GL29708290, GL29756959, GL29771127, GL29783608, GL29783797, GL29798142, GL30554939, GL30803229, GL31209318, GL32336155, GL33130635, GL33144089, GL33150156, GL33150358, GL33163743, GL33220396, GL33238391, GL33286649, GL33624114, GL33644578.
শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21861053, GL23797025, GL25371691, GL27633407, GL31167369, GL31173458, GL31503973, GL31515506, GL33072044, GL33072244, GL33085656, GL33086431, GL33160011, GL33274376, GL33290804, GL33382933.
শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23481114, GL26874311, GL27842872, GL27865185, GL28010025, GL29192767, GL29593081, GL29614249, GL32359970, GL33225935, GL33230865, GL33252467, GL33266080, GL33384266.
শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21857621, GL22738547, GL28065831, GL28085601, GL28333546, GL28352683, GL29294541, GL29347523, GL29437509, GL29448139, GL29491104, GL29499388, GL29509563, GL29509958, GL29521365, GL29524021, GL29581725, GL29777008, GL29795264, GL30273435, GL30677321, GL31375943, GL31390652, GL31475805, GL31542611, GL32606873, GL32670071, GL32685491, GL32693443, GL33033956, GL33055622, GL33099372, GL33107299, GL33121692, GL33140959, GL33149030, GL33187427, GL33220455, GL33224391, GL33232404, GL33233903, GL33268679, GL33278275, GL33293308, GL33293345, GL33414534, GL33582373.
শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL27915659, GL28260582, GL29538423, GL29788474, GL29795087, GL29919856, GL29928928, GL30311166, GL30320605, GL30389034, GL30401479, GL31062550, GL31069567, GL31137687, GL31141515, GL31549703.
শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20468570, GL24679682, GL26303433, GL29423084, GL29456990, GL29475664, GL29543080, GL29546182, GL30531873, GL30942724, GL31204088, GL31286027, GL31405875, GL31412218, GL31545428, GL31613564, GL31625801, GL32208075, GL32231104, GL33267912, GL33582792.
শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19477450, GL22283773, GL25789649, GL27884310, GL27985065, GL27992491, GL29601694, GL29614144, GL29736122, GL29746404, GL32031464, GL32134032, GL32967193, GL32984582, GL33012371, GL33018213, GL33100922, GL33120229, GL33338701, GL33352295, GL33442530, GL33496508, GL33514770.
শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22453386, GL28224152, GL29510603, GL29523424, GL29581616, GL29585638, GL29619855, GL29636978, GL29642554, GL29660563, GL29724631, GL29749835, GL31003115, GL31406688, GL31596710, GL31808538, GL33528916, GL33533271, GL33533557, GL33541678.
শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21808509, GL21815360, GL22562809, GL22562990, GL22837127, GL24084692, GL25000300, GL25000345, GL27969372, GL27979434, GL27979713, GL27991136, GL28170966, GL28367777, GL28949405, GL29185971, GL29216710, GL29243501, GL29334994, GL29352591, GL29360651, GL29418033, GL29480889, GL29500016, GL29542229, GL29542607, GL29546461, GL29590301, GL29614011, GL29688646, GL29708059, GL29726976, GL29735555, GL29775277, GL29779828, GL29789416, GL29795022, GL29795389, GL29795553, GL30587871, GL30596806, GL31058815, GL31072974, GL31149587, GL31175424, GL31193144, GL31330842, GL31342532, GL33447420, GL33460688, GL33586251.
শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22474928, GL22486540, GL23618689, GL25425692, GL27588441, GL28160473, GL29537442, GL29540394, GL29546004, GL29546708, GL29630222, GL29637482, GL31135025, GL31144461, GL31331635, GL31344434, GL31541005, GL31644914, GL31650231, GL33168762, GL33314238, GL33318533, GL33464098, GL33588222.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 20.11.2024
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২৬/২০২৪-২৫, তারিখ: ১৪-১১-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৫০/২৪/০৬৬২এ/ওটি/১১৭/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-১১-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : ইলেকট্রনিক এলসি গেট টেলিফোন সিস্টেম (মাস্টার) আরডিএসও স্পেসিক নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/৫১/২০২১ (রেভ.১.০) অনুযায়ী [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। (i) পরিমান- ১৯টি ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম), (ii) পরিমান -৫৪টি কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য, (iii) পরিমান- ৪৬টি নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য, (iv) পরিমান-৬৯টি পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং. - ৫০২৩২৩৬৮।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১০/ওটি/১১৮/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : ব্যালেন্স ড্রাফ্ট গিয়ারের জন্য ফ্রন্ট সাপোর্ট প্লেটের স্টিফেনার প্লেট পার্ট আরডিএসও ড্রইং নং আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ অনুযায়ী (হার্ডওয়্যার আইটেম সহ এইচটি হেক্স হেড বোল্ট এম১৬X৪৫, হেক্সাগোনাল ক্যাসেল নাট এম ১৬ ও স্প্লিট পিন 4X40) এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ড্রয়িং নম্বর আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০৩৪ এবং আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (রেভ.০৩) বা সর্বশেষ অনুযায়ী (সিবিসির জন্য আরডিএসও উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে)। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৮৪ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। পরিমান: ৪৬৭৮টি এসএসই/সিএলএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য। পি.এল.নং.-৩৩৬৭০৩১৯০০১২।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৪২৫৩এ/ওটি/১১৯/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : ব্রেক রিগিং কিট ১৬টি আইটেম নিয়ে গঠিত ডিএলডব্লিউ ডিআরজি নং. কে-১৭০২০০৯, অল্ট-জি বা সর্বশেষ অনুযায়ী এবং অ্যানেক্সার-এ এবং অ্যানেক্সার-বি অনুযায়ী ডিএলডব্লিউ পিটি.নং-১৭০২১১৮২। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। (i) পরিমান-৫টি নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, (ii) পরিমান-১৫টি শিলিগুড়ি জং. ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য। পি.এল. নং.-১৬০২১১৮৬।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০০/ওটি/১২০/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : মাল্টি ট্র্যাক সারফেস টাইপ ট্র্যাভারসার সরবরাহ, ইনস্টলেশন ও কমিশনিং, ক্ষমতা ৮০ টন, ডিএসএল এবং সাপোর্ট মাস্ট সহ, যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ সামগ্রী, শিডিউল I অনুযায়ী অতিরিক্ত খুচরো সামগ্রী,এবং দুই বছরের স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য অতিরিক্ত সামগ্রী এবং ধারা -V এর ক্লজ ৫ অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ২৪ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। পরিমান- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১ সেট। পি.এল.নং. -৬৫৯০১৮৪০০০১০। ২) ক্লজ ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পরে পাঁচ বছরের জন্য সার্বিক এএমসি -এর খরচ। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: বছর, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ছাড়ের হার: ১০% : ২: বছরের পর শুরু] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজেস:-০]। পরিমাণ - এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর(আসাম) এর জন্য ১ সেট। পি.এল. নং- ৬৫৯০১৮৪৫। (৩) ধারা-V এর ক্লজ ৬ অনুযায়ী ভোগ্য সামগ্রী প্রযোজ্য হিসাবে পৃথক আইটেমের বিবরণ সহ। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ২৪ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজেস: ০]। পরিমান-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর(আসাম) এর জন্য ১ সেট। পি.এল.:- ৬৫৯০১৮৪৫।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১১/ওটি/১২১/২০২৪-২৫:
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : ০২ টি আইটেম নিয়ে গঠিত টিপিইউ রিং এর সেট এলএইচবি এসি কোচ এবং এলএইচবি নন-এসি কোচের জন্য (সেকেন্ডারি সাসপেনশনে এয়ার স্প্রিংস সহ) পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী, প্রস্তুতকারক/ব্র্যান্ড: বিএলডব্লিউ আইটেম আইডি ২২০১২৫৩ এর জন্য অনুমোদিত বিক্রেতা [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। পরিমান: এসএসই/বিআরএস/ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৪৪১ সেট। পি.এল.নং-৩৩১০০৩৪০০০১৫।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১০৬/ওটি/১২২/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : এলএইচবি কোচগুলির জন্য এস-ভিইএল স্পিড সেন্সর এফটিআর টিআইএল নম্বর এফটি ০০৫৩৬৭০-১০১ [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এবিএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৬০টি। পি.এল.-৩৩৫০৩৬১৮।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১১২/ওটি/১২৩/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : ০৪ টি আইটেম নিয়ে গঠিত টিপিইউ রিং -এর সেট এলএইচবি নন-এসি কোচ (সেকেন্ডারি সাসপেনশনে কয়েল স্প্রিংস সহ) পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী। প্রস্তুতকারক/ব্র্যান্ড: বিএলডব্লিউ আইটেম আইডি ২২০১২৫৩ -এর জন্য অনুমোদিত বিক্রেতা [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। (i) পরিমাণ - এসএসই/বিআরএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১২৬ সেট। পি.এল. নং -৩৩১০০৭০১০০১৩।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৭৭/২৪/৫০১২/ওটি/১২৪/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : কোচের বাইরের অংশের জন্য অ্যান্টি গ্রাফিতি ক্লিয়ার কোটিং সরবরাহ এবং প্রয়োগ (এলএইচবি এবং আইসিএফ টাইপ), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এম এন্ড সি/পিসিএন/১২৭-২০২০ (রেভ.২.০) বা সর্বশেষ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। (i) পরিমান- এসইই/সিপিএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৪০০টি। পি.এল. নং -৭৭৯০০৫২৮০০২১।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫১০৭/ওটি/১২৫/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১২-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পি.এল. নং. ও পরিমান : পাওয়ার কার (এলডব্লিউএলআরআরএম), এসি থ্রি টায়ার স্লিপার/ইওজি (এলডব্লিউএসিসিএন) - এর জন্য প্রাইমারি স্প্রিং (বাইরে) আরসিএফ ডিআরজি নং. ১২৭৭১৪২ ভিইআর.০১আর ম্যাট স্পেক.- আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০১ (রেভ-২) সিওআরআর -০১ অনুযায়ী [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৬০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজেস: ০]। (i) পরিমান- এসএসই/বিএসএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৭২৮টি। পি.এল. নং- ৩৩৫০০৩৬৮।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা **আইআরইপিএস** -এর সাথে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্লিপ কর্ডনে লুকিয়ে ভারতের ব্যাটিং কম্বিনেশন! ঈশ্বরণ ওয়েটিংয়ে?

পারথ, ১৯ নভেম্বরঃ প্র্যাক্টিস দেখে অনেক কিছু আন্দাজ করা যায়। সব ক্ষেত্রে তা মিলবে, এমনটা নয়। তবে পারথ টেস্টে ভারতের ব্যাটিং কম্বিনেশন কী হতে পারে, তার একটা ইঙ্গিত যেন প্র্যাক্টিসেই পাওয়া গেল। বরং বলা ভালো ম্যাচের তিন দিন আগের স্লিপ কর্ডনেই যেন ব্যাটিং কম্বিনেশনের ইঙ্গিত। পারথ টেস্টে নেই নিয়মিত ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। কয়েকদিন আগে স্লিপে লো-ক্যাচ নেওয়ার সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন শুভমন গিল। তাঁকেও পারথ টেস্টে পাওয়া যাবে না। ফলে টপ অর্ডারে তৈরি হয়েছিল শূন্যতা। কী ইঙ্গিত মিলল? রোহিত ও শুভমন না থাকায় ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি ভাবতে হচ্ছে ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বর পজিশন নিয়েও। রোহিতের না থাকার বিষয়টি আভাস ছিলই। সে কারণেই ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে রাখা হয় অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। সঙ্গে ছিলেন লোকেশ রাহুলও। এর আগে ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশেও টেস্ট স্কোয়াডে ব্যাক আপ হিসেবে জায়গা পেয়েছিলেন অভিমন্যু। কিন্তু কোনওবারই খেলার সুযোগ হয়নি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে তাঁর কাছে সেই সম্ভবনা। আপাতত 'ছিল' যোগ করতে হচ্ছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা যা বলছিল, যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করতেন লোকেশ রাহুলই। কিন্তু শুভমনের ছিটকে যাওয়ায় পরিস্থিতি পাল্টেছে। ভারত এ দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া বাঁ হাতি ব্যাটার দেবদত্ত পাড়িক্কালকে সিনিয়র স্কোয়াডে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্র্যাক্টিসের স্লিপ কর্ডন যেন বলছে, দেবদত্ত একাদশেও জায়গা পাচ্ছেন, অভিমন্যুকে এ বারও ওয়েটিং লিস্টেই থাকতে হচ্ছে। ঘরের মাঠে গত ইংল্যান্ড সিরিজে স্কোয়াডে ছিলেন দেবদত্ত। সেই সিরিজে আকাশ দীপ, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজদের ডেবিউ হলেও দেবদত্ত সুযোগ পাননি। পারথের প্র্যাক্টিসে দেখা যায় প্রথম স্লিপে দেবদত্ত পাড়িক্কাল, দ্বিতীয় স্লিপে বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল থার্ড এবং জয়সওয়াল চতুর্থ স্লিপে। গালিতে ধ্রুব জুরেল। এটা যদি কোনও ইঙ্গিত হয়, সেই অনুযায়ী ভারতের টপ সিক্স আন্দাজ করা যায়। যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করবেন লোকেশ রাহুল, তিনে দেবদত্ত পাড়িক্কাল। চারে বিরাট কোহলি, পাঁচে ঋষভ পন্থ এবং ছয়ে ধ্রুব জুরেল। ভারত এ দলের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচটিতে খেলার জন্য লোকেশ রাহুল ও জুরেলকে আগেই পাঠানো হয়েছিল। এমসিজি-তে রাহুল ভরসা দিতে না পারলেও সেই ম্যাচে দু-ইনিংসেই অনবদ্য ব্যাটিং করেছিলেন ধ্রুব জুরেল। ফলে তাঁকে মিডল অর্ডারে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলানো হতে পারে। দেবদত্তকে এখনও যদিও সরকারি ভাবে স্কোয়াডে যোগ করা হয়নি।

'বিরাটের খেলা উপভোগ করো'

অজি সমর্থকদের বার্তা ল্যাঙ্গারের!

সিডনি, ১৯ নভেম্বরঃ কিংবদন্তিরা কখনও ফুরিয়ে যান না। যতক্ষণ তাঁরা না চান, অন্তত ততদিন। তাই এই সুযোগ হারানো উচিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার চান, অজি ক্রিকেট প্রেমীরা এই সুযোগ যেন না হারান। প্রাণভরে বিরাট কোহলির খেলা উপভোগ করুন তাঁরা। কে জানে, এটাই হয়তো

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ বার খেলতে দেখার সুযোগ! আর কী বলছেন ল্যাঙ্গার? অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টিম বিরাট কোহলিকে কতটা সমীহ এবং শ্রদ্ধা করে এ নিয়ে নতুন করে বলার নেই। গত এক বছর সেই অর্থে টেস্ট ক্রিকেটে ফর্মে নেই বিরাট কোহলি। তবে সিরিজ শুরু হলে সে সব পরিসংখ্যান যে ফিকে হয়ে যাবে, এমনটাই মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ। তাঁর সময়েই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ভারত। বিরাট কোহলি এবং চেতেশ্বর পূজারা অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছিলেন। একটি পডকাস্টে 'সুপারস্টার' বিরাটকে নিয়ে মুগ্ধতার কথা বলেছেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। সঙ্গে বলছেন, ''ভারতের সমস্ত ক্রিকেট প্রেমীদের কথা বাদই দিলাম। সারা বিশ্বজুড়েই বিরাট ভক্তের সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য। বিরাট কোহলি কত বড় চ্যাম্পিয়ন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বার প্রত্যাশার চাপ থাকবে ভারতের উপর। ওরা কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে সেটাই আসল। সেটার জন্যই মুখিয়ে রয়েছি।'' প্রাক্তন অজি কোচ আরও যোগ করেন, ''আমি এটাই প্রত্যাশা করছি, যদি এটাই বিরাটের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হয়, সকলে যেন ওর খেলা উপভোগ করতে পারে। রোহিতও তাই। ওরা সুপারস্টার।'' নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ভারত ক্লিনসুইপ হলেও অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করছেন প্রাক্তন কোচ।

পরিকল্পনাহীন কোচ

পন্টিংয়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কাইফ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বরঃ এক সময় ভারতীয় ক্রিকেট উত্তাল হয়েছিল এক অস্ট্রেলিয়ান কোচকে নিয়ে। যাঁকে কোচ করেছিলেন তখনকার ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সৌরভকেই টিম থেকে বাদ দিয়েছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেলের মতো না হলেও বিতর্কের মুখে এক অস্ট্রেলিয়ান কোচ। তিনি আর কেউ নন, রিকি পন্টিং। দিল্লি ক্যাপিটালস তাঁকে কোচের ভূমিকা থেকে অব্যহতি দিয়েছে। এই পন্টিংয়ের কোনও কোচিং পরিকল্পনাই ছিল না। তাতেই কি সাফল্য মেলেনি? সেও ইঙ্গিতও মিলছে মহম্মদ কাইফের কথায়। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার কাইফও দিল্লির কোচিং টিমের সদস্য। কোচ পন্টিং। আর ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ। প্রতি পদে নাকি তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছেন। শিখর ধাওয়ানের পুরনো এক গল্প তুলে ধরেছেন কাইফ। পঞ্জাব কিংসে এ বার গিয়েছেন রিকি। প্রীতি জিন্টার দলও ডুববে, স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কাইফ। কী বলেছেন তিনি? ''আমার তো মনে হয়, পন্টিং নিজেও মানবে, কোচ হিসেবে ও আরও ভালো কিছু করতে পারত দিল্লিতে। সৌরভ আর আমি মিলে যে টিম তৈরি করেছিলাম, কাকে রাখব প্রথম দলে, কাকে বাদ দেব, বুঝতেই পারতাম না। নিলামের আগে আমরা ঠিক করেছিলাম, ভারতীয় প্লেয়ারদের উপরেই ফোকাস করা হবে। সেই সময় সৌরভ কথা বলতে শুরু করে শিখরের সঙ্গে। শিখর তখন হায়দরাবাদে। কিন্তু পন্টিং ওকে চায়নি। ওর মনে হয়েছিল, শিখরের কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে। ওকে দিয়ে আর কিছু হবে না। আমার তো মনে হয়, ওয়ার্নার ওকে শিখরকে নিয়ে কিছু বুঝিয়েছিল। সৌরভ অবশ্য পন্টিংকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করায়। শিখর কিন্তু সে বছর দিল্লির হয়ে দারুণ খেলে।'' পন্টিংকে কেন ছাড়ল দিল্লি? কাইফের কথায়, ''আমার তো মনে হয় ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরাও বুঝতে পেরেছে, পন্টিংয়ের কোনও গেম প্ল্যানই নেই। ক্রিকেটে পন্টিং বিরাট নাম। সচিনের মতো। কিন্তু কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি থ্যাঙ্ক ইউ বলে দেয়, মানে তো টিম বুঝে গিয়েছে ওর কোনও পরিকল্পনা নেই।'' এতেই শেষ নয়, পন্টিংকে নেওয়ার জন্য ভুগতে হবে, বলে দিচ্ছেন কাইফ। ''এখন পঞ্জাবে গিয়েছে পন্টিং। ওখানে গিয়েই পুরনো কোচেদের মতো কাজ করতে শুরু করেছে। হাতে গোনা কয়েকজনকে রেখে পার্সে বিপুল টাকা রেখে দিয়েছে। অর্শদীপ সিং, কাগিসো রাবাডা, লিয়াম লিভিংস্টোনদের ছেড়ে দিয়েছে। এদেরকেই নিলাম থেকে কম টাকায় কেনা যাবে, তার গ্যারান্টি কোথায়? পুরনো কোচরা যা করেছে পঞ্জাবে, পন্টিংও তাই করল। এটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না।''

অজি সফরে বাদ তারকা ওপেনার, ফিরলেন রিচা স্কোয়াডে বাংলার পেসার

মুম্বই, ১৯ নভেম্বরঃ তারকা ওপেনারকে ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা ভারতের। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মাঝেই অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারত। ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে বাদ পড়লেন তারকা ওপেনার শেফালি ভার্মা। ফিরলেন বাংলার কিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। যেমন হল অজি সফরের টিম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই বিদায়। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে জয়। আগামী বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তারই প্রস্তুতি শুরু ভারতের। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ফেরানো হল অভিজ্ঞ প্রিয়া পুনিয়াকে। বোর্ড পরীক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি রিচা। ফিরলেন তিনিও। তেমনই প্রত্যাবর্তন হল হরলীন দেওলের। দুই আনক্যাপড প্লেয়ার তিতাস সাধু এবং মিন্নু মনিকেও ফেরানো হয়েছে। তাঁরা অতীতে ওয়ান ডে স্কোয়াডে ডাক পেলেও খেলার সুযোগ পাননি। আগামী ৫, ৮, ১১ ডিসেম্বর ব্রিসবেন, পারথে তিনটি ওয়ান ডে খেলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। সদ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে নজরকাড়া তিন নতুন মুখ তেজল, সাইমা ও প্রিয়া মিশ্রকেও অজি সফরের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। এ বছর ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৬ ম্যাচে মাত্র ১০৮ রান করেছেন বিধ্বংসী ওপেনার শেফালি ভার্মা। সে কারণেই বাদ। ২০২৩ সালেও ব্যর্থতার জেরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে বাদ পড়েছিলেন শেফালি। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেন করেছিলেন যস্তিকা ভাটিয়া। তিনে খেলানো হয়েছিল রিচা ঘোষকে। সাফল্যও পেয়েছিলেন। তবে এ বার স্মৃতির সঙ্গে প্রিয়া পুনিয়াও ওপেন করতে পারেন। আর যস্তিকা ওপেন করলে তিনে দেখা হবে প্রিয়াকে।

অজি সফরের ফুল স্কোয়াড। হরমনপ্রীত কৌর (ক্যাপ্টেন), স্মৃতি মান্ধানা (ভাইস ক্যাপ্টেন), প্রিয়া পুনিয়া, জেমাইমা রডরিগজ, হরলীন দেওল, যস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, তেজল হাসনবিস, দীপ্তি শর্মা, মিন্নু মনি, প্রিয়া মিশ্র, রাধা যাদব, তিতাস সাধু, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেনুকা সিং ঠাকুর, সাইমা ঠাকোর।

টাকার জন্য নয়, ঝামেলার জেরে দিল্লি ছাড়তে হয়েছে পন্থকে?

মুম্বই, ১৯ নভেম্বরঃ যে দর দেওয়া হয়েছিল, তাতে খুশি ছিলেন না? আরও টাকা চেয়েছিলেন? নাকি, অর্থের গল্পই নেই। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঝামেলার জেরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? চারদিন পর আইপিএলের মেগা নিলাম। তার আগে ঋষভ পন্থকে নিয়ে প্রবল আলোচনা। সুনীল গাভাসকরের মতো বিশেষজ্ঞ কিন্তু বলে দিচ্ছেন, দিল্লির উচিত পন্থকে নিলাম থেকে কেনা। প্লেয়ার অনেক সময় ফ্র্যাঞ্চাইজির দেওয়া দরে খুশি হয় না। পরে তার সঙ্গে ব্যাপারটা মেটে। পন্থের ক্ষেত্রেও সে ভাবে মিটতে পারে ব্যাপারটা? পন্থ কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ২০১৬ সাল থেকে দিল্লিতে খেলছেন পন্থ। শ্রেয়স আইয়ার দল ছাড়ার পর তিনিই সামলেছিলেন। টিমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য সাফল্য আসেনি। ব্যাটসম্যান-কিপার হিসেবে পন্থ যতটা কার্যকর, ক্যাপ্টেন হিসেবে নন, এমন বলা হয় ক্রিকেট মহলে। কিন্তু রিকি পন্টিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা পন্থের উপরেই আস্থা রেখে গিয়েছেন বরাবর। কোচ পন্টিং দল ছেড়েছেন। তার পরই কি কোপ পড়ল পন্থের উপর? এক্স হ্যান্ডলে স্টারস্পোর্টস একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন সানির। তাতে প্রবীণ ক্রিকেটার স্পষ্ট বলছেন, ''পন্থকে দরকার দিল্লির। আর্থিক টানাপোড়েন থাকতেই পারে। তা মিটেও যেতে পারে। তাদের ক্যাপ্টেন লাগবে। দিল্লির জন্য উপযুক্ত পন্থ।'' ওই ভিডিয়োর তলায় পন্থ মন্তব্য করেছেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, অর্থের কারণে রিটেনশন করার ব্যাপারটা ছিল না।' পন্থের এই মন্তব্যের পরই জলঘোলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তা হলে কি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। কোন ঝামেলার জেরে তাঁকে দল ছাড়তে হয়েছে। দিল্লি কি বাধ্য করেছিল? এত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পন্থ দেননি। তবে তিনি যে বিতর্কের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অক্ষর প্যাটেল দিল্লিতে থাকবেন, জানাই ছিল। সাড়ে ১৬ কোটি দিয়ে রাখাও হয়েছে তাঁকে। কুলদীপ যাদব পেয়েছেন ১৩.২৫ কোটি। বিদেশি ত্রিস্তান স্টাবস ১০ কোটি ও আনক্যাপড হিসেবে ৪ কোটি টাকায় রাখা হয়েছে অভিষেক পোড়েলকে। পার্সে ৭৬.২৫ কোটি টাকা রয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পন্থের মতো কার্যকর ক্রিকেটার, যিনি আবার টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন?

পাক বোর্ডকে সতর্কবার্তা আইসিসির

দুবাই, ১৯ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জট কিছুতেই কাটছে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নাছোড়বান্দা। অন্য দিকে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও বোঝানোর পথেই ছিল। এ বার সতর্কবার্তাও দেওয়া হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। ভারতীয় বোর্ডের তরফে অনেক আগেই আইসিসিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানে টিম পাঠানো হবে না। আইসিসিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে প্রস্তাব দিয়েছিল হাইব্রিড মডেলের জন্য। ভারতের খেলাগুলি আরব আমির শাহির ভেনুতে এবং ফাইনাল দুবাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আইসিসি। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড মরিয়া নিজেদের দেশেই পুরো টুর্নামেন্ট করতে। যে কারণে, পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হল আইসিসির তরফে। ভারতকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্ভব নয়। হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট হলে এবং ভারত খেললে আয়োজক হিসেবে পুরো টাকাই পাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু ভারতকে ছাড়া টুর্নামেন্ট করলে আয়োজনের পুরো টাকা মিলবে না, পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে আইসিসির তরফে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় বোর্ডকে নিয়ে আলটপকা মন্তব্যের জন্যও সতর্ক করা হয়েছে পিসিবিকে। পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি প্রকাশ্যে নানা কথা বললেও আইসিসির সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর।

জয়ের সন্ধানে দেবজিৎ ও সাহিলকে দলে আনল লাল-হলুদ শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে হারের ডবল হ্যাটট্রিক করে হতাশ হয়ে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল এফসির ফুটবলার থেকে সমর্থকরা। যদিও শেষ ম্যাচে মহামেডানের বিরুদ্ধে ড্র এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের

জায়গা নিশ্চিত করার পর আগের তুলনায় লাল-হলুদ ফুটবলাররা ফর্মে ফিরেছে বলে জানান দলের প্রাক্তন ফুটবলাররা। দলের নতুন স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজো আগেই জানিয়েছিলেন সব ম্যাচের ফলাফল ঠিক থাকলে আইএসএলের প্লে অফে খেলবে মশাল ব্রিগেড। এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গলে নাম লেখালেন আরও দুই ফুটবলার। আইএফএফ ইউথ লিগ ২০২৪-এ নিজেদের দল শক্তিশালী করতে নতুন দুই ফুটবলারকে যোগদান করালেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। গতকাল ক্লাবটি দুই ফুটবলারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছে। নতুন সই করা ফুটবলাররা হলেন

দেবজিৎ রায় এবং সাহিল মণ্ডল। ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে যে, তাঁরা যুব ফুটবলকে বড় পরিসরে পরিচিত করতে এবং নতুন প্রতিভা উদযাপন করতে সদা প্রস্তুত। এই দুই ফুটবলারের যোগদান আগামী কয়েক বছরের জন্য ক্লাবের শক্তিশালী ফুটবল কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে।

রোনাল্ডো নেই পার্টিও নেই, হাঁপ ছাড়ল স্পেন, ইতিহাস র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচের দলের

নেশনস লিগে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোবিহীন পর্তুগাল জিততে পারেনি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। তবে হোঁচট খেতে খেতে ঠিকই সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্পেন। আর র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচের দল স্যান মারিনো গড়েছে নতুন এক ইতিহাস।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

উয়েফা নেশনস লিগে আগের ম্যাচে রবার্ট লেভানডফস্কির পোল্যান্ডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল পর্তুগাল। সেদিন বাইসাইকেল কিকে দুর্দান্ত এক গোলসহ জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। সেই ম্যাচের পরই জানানো হয়, ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে লিগ এ-এর গ্রুপ ১-এর শেষ ম্যাচে বিশ্রামে থাকবেন রোনাল্ডো। তবে রোনাল্ডোকে ছাড়া ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি জিততে পারল না পর্তুগাল। শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে পর্তুগাল। প্রথমার্ধের ৩৩ মিনিটে পর্তুগালের হয়ে গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স, ৬৫ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেন ক্রোয়াট ডিফেন্ডার ইউস্কো গাভারদিওল। এই ড্রয়ে অবশ্য পয়েন্ট তালিকায় কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না পর্তুগালকে। এরপরও ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে থেকেই শীর্ষে থাকল তারা। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ক্রোয়েশিয়ার অবস্থান দুইয়ে এবং ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে স্কটল্যান্ড। পর্তুগালকে রুখে দেওয়ার পর ম্যানচেস্টার সিটি ডিফেন্ডার গাভারদিওল বলেছেন, ''এটা আমাদের কাছে দুটো আলাদা ম্যাচ বলে মনে হয়েছে। প্রথমার্ধে আমাদের ক্লান্ত মনে হয়েছে, মনে হচ্ছিল পরিবর্তন দরকার। তবে দ্বিতীয়ার্ধ অনেক ভালো ছিল।'' উত্থান-পতনের রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ের পর নেশনস লিগের আরেক ম্যাচে সুইজারল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে স্পেন। ৩২ মিনিটে পেনাল্টিতে পেদ্রি গোল করতে ব্যর্থ হলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঠিকই এগিয়ে যায় স্পেন, গোল করেন ইয়েরেমি পিনো। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকলেও ৬৩ মিনিটে ঠিকই সমতা ফেরায় সুইজারল্যান্ড। ৫ মিনিট পর আবার এগিয়ে যায় স্পেন। এবার স্পেনের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রায়ান গিল। অ্যান্ডি জেকিরির পেনাল্টি গোলে ৮৫ মিনিটে আবারও সমতায় ফেরে সুইসরা। এরপর ম্যাচ যখন সমতায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তখন স্প্যানিশ-চমক। যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পেয়ে যায় স্পেন। স্পটকিক থেকে গোল করে ব্যবধান ৩-২ করে দলকে জয় এনে দেন ব্রায়ান জারাগোজা। ম্যাচ শেষে ২২ বছর বয়সী তরুণ উইঙ্গার পিনো বলেন, ''ঘরের মাঠে দলের জয়ে গোল করা, এর বেশি আর কী চাইতে পারি!'' নেশনস লিগে ইতিহাস গড়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচের দল স্যান মারিনো। লিখটেনস্টেইনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরের ওপরের স্তরে উঠেছে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ২১০ নম্বর দলটি। প্রতিপক্ষের মাঠে এটি দেশটির প্রথম জয়ও বটে। এ ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এই প্রথম একের অধিক গোলের কীর্তিও গড়ল দলটি। আর সব মিলিয়ে এটি তাদের ৩ গোল করা প্রথম ম্যাচ। এই মুহূর্তে লিখটেনস্টেইনের জন্য স্যান মারিনো বিশেষ আতঙ্কের নামও বটে। দলটির আগের দুটি জয়ও র‍্যাঙ্কিংয়ের ২০০ নম্বরে থাকা এই দলটির বিপক্ষে। ২০০৪ সালে প্রীতি ম্যাচে হারানোর পর সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরেও ১-০ গোলে জিতেছিল স্যান মারিনো।

পর্তুগালকে রুখে দিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।

স্পেনের গোল উদযাপন।

ইতিহাস গড়ল সান মারিনো।

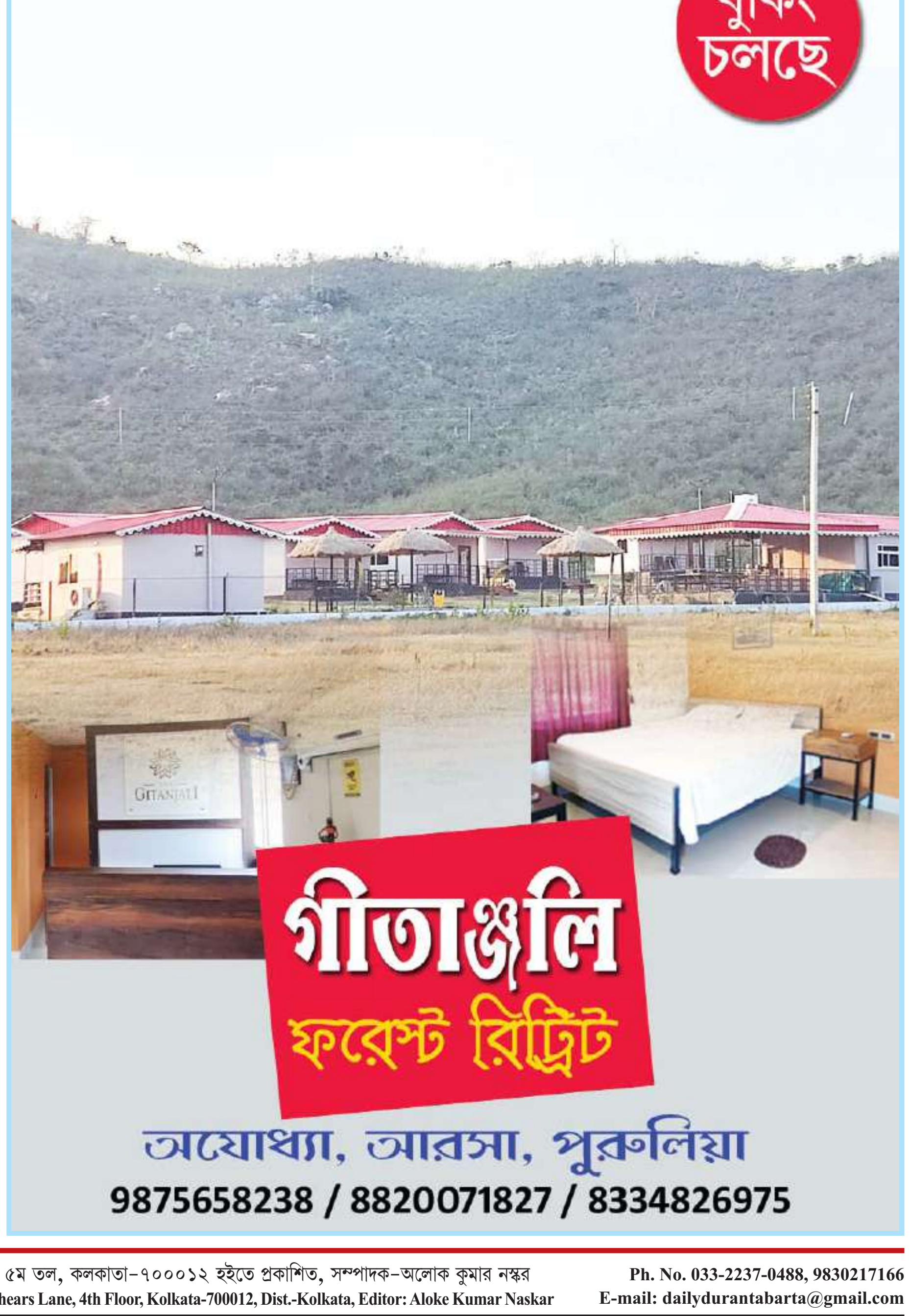

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com